রাজবালা নাটক।

শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
ও প্রকাশিত।

আপরিতোষাৎ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানং
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥
শকুন্তলা।

Your humble patience pray
Gently to hear, kindly to judge our play.
KING HENRY THE FIFTH.

কলিকাতা।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং, বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৭৮।

উপহার।

যে প্রিয় সুহৃদ্‌গণের শুভ ইচ্ছা প্রতিপালন জন্য
এই নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হই,
স্নেহ সহকারে তাঁহাদিগকেই
ইহা উপহার দিলাম।

তমলুক,
২৩সে বৈশাখ, ১২৭৮।

শ্রীচন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

রায় দর্পনাথ। ... ... রাজকুমারীর অভিভাবক।

সুরনাথ। ... ... রাজবালার পতি।

সুকুমার। ... ... রায় দর্পনাথের পুত্র।

... ... ৺মহারাজের পৌষ্য পুত্র।

কাশীশ্বর। ... ... ৺মহারাজের পারিষদ ও বন্ধু।

হেমাঙ্গ। ... ... কাশীশ্বরের পুত্র, সুরনাথের অনুকুল

বাচস্পতি। ... ... জনৈক সভাসদ্।

শ্যাম রাখাল। ... ... ব্রাহ্মণ সন্তান, সুরনাথের অনুগত।

পবনবীর। ... ... প্রধান পদাতিক।

কর্ম্মচারী, ভৃত্য, দস্যু, প্রভৃতি।

রাজবালা। ... ... রাজকুমারী।

পরিমলা। ... ... হেমাঙ্গের স্ত্রী।

অভয়া। ... ... দর্পনাথের পত্নী।

স্বর্ণলতা ... ... সখী, সৈনিক পুরুষের স্ত্রী।

পরিচারিকা ... ...

লক্ষ্মীঠাকুরাণী ... ... বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী।

দাসী প্রভৃতি।

রাজবালা নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—কাশীশ্বরের ভবন।

(কাশীশ্বর, হেমাঙ্গ, বাচস্পতি, ও শ্যামের প্রবেশ।)

কাশী। মহারাজের পরলোক হয়ে এই হল ?

বাচ। হল ? ধর্ম্মের সংসার অধর্ম্মের আগার, মহাশয়ের অজ্ঞাত কি ? এ অনিষ্টের সূত্র কি বল্‌তে পারেন ? নানা মুখে নানা কথা শুনি, যার কাছে যেমন তার কাছে তেমন—

কাশী। অনিষ্ট ? কুমারী মাতার দুরদৃষ্ট, ৺মহারাজের এই মাত্র অভিপ্রায় ছিল যে, যে পর্য্যন্ত রাজকুমারী পুত্র-সম্ভাবিতা থাকেন, রায় দর্পনাথ অভিভাবকের কার্য্য করেন, কুমারীর নিতান্ত সন্তান না হয়, কুমার সুকুমার রাজপদ প্রাপ্ত হন, তৎপক্ষে রাণী মাতাকেও ক্ষমতা দিয়েছিলেন।

বাচ। এখন?

কাশী। রাজকন্যার সন্তান না হয়, তাই মনোগত ইচ্ছা।

শ্যাম। উড়ে এসে জুড়ে বস্‌তে চান?

কাশী। লোভের কার্য্যই এই।

শ্যাম। দেখুন মহাশয়, সম্বন্ধি হলেই কি এই দোষ হতে হয়?

কাশী। সমন্ধিদের অদৃষ্ট ভাল।

শ্যাম। সত্য, সমন্ধির ছেলে কি হয় দেখুন না?

কাশী। সম্বন্ধির ছেলে কি হয়?

শ্যাম। রাজা হয়; আপনাকে কটি উদাহরণ চাই?

কাশী। হক্ না হক্, রায় বাহাদুরের চেষ্টা আছে।

বাচ। চেষ্টা কি বলুন দেখি?

কাশী। প্রথমতঃ, মহারাজ মৃত্যু-শয্যায় উত্তরাধিকারী নিযুক্ত জন্য যে ক্ষমতা পত্র লিখিয়া যান তাহার ভাষা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন।

বাচ। শুনি! শুনি!

কাশী। এই প্রকার লিখা আছে "রাজবালা অপুত্রা হইলে, মহারাণী কুমার সুকুমারকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন।" ইহার এই পরিবর্ত্তন হতেছে "রাজবালা সপুত্রা হইলেও—"

বাচ। তবে এক "স"য়েতেই সর্ব্বনাশ।

কাশী। হাঁ।

বাচ। দ্বিতীয়তঃ?

কাশী। রণবীর সুরনাথকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ।

বাচ। তার কারণ কি? এত যোদ্ধৃবর্গ থাকাতে, সেই তরুণ যুবাকে বিপদ-হ্রদে নিক্ষেপের উদ্দেশ্য কি?

কাশী। উদ্দেশ্য? তিনিই ত ভবিষ্যৎ রাজকুলের পিতা হতে পারেন, তাঁর নাশ হলেই ত রাজবংশ নাশ হতে পারে।

শ্যাম। হায়! হায়! হায়! লোভের লোভে বলিহারি যাই।

পরদ্রব্যে এক দৃষ্টি, তৃপ্তি পরধনে,
দুই মুখ অজগর, অরুচি কি জানে?

[কাশীর প্রস্থান।

হেম। কেবল লোভ? বিরোধ—

বিরোধ বিষম নদী, চলে এঁকে বেঁকে,
এক কূল খায় সদা এক কূল রেখে।
কলহ-তরঙ্গ কভু ভাগ-বায়ু তলে
ধাস ভেঙ্গে জলশায়ী করে দুই কূলে।

নেপথ্যে। মধ্যস্থ না হয়ে ভেষে, যেও স্রোতে শেষে।

(লক্ষ্মীঠাকুরাণীর প্রবেশ।)

হেম। এ কে? ব্রাহ্মণী? এ বেশে আগমন?

লক্ষ্মী। এই স্নান হল, দেখছনা চুল ক গাছা এখন রসাল আছে।

হেম। চুলে যত না রস, মুখে আরো। "বুড়ী রসের গুঁড়ি," তুমি তাই আর কি?

লক্ষ্মী। মহাশয়! উচিত কথা ক্ষমা করবেন, বিবাহ হয়ে মহাশয়েরও সুরসিকতা কিছু বৃদ্ধি হয়েছে।

বিবাহের পর হল ত ভাল,
ওল মানসিক কাযেত এল,
একার ঘরে দুজন হল,
বোবার মুখও চড়বড়াল,
(বাচস্পতির প্রতি)
আন প্রজাপতি বিয়ের ফুলে
দুলাও, গিয়ে ডেঙ্গর গলে।

বাচ। আমি নিতান্ত অবোধ নহি, আমাকেই পরিহাস করতেছ? হায়! গৃহশূন্য হয়ে এতাদৃশ সামান্য লোকের হাস্যাস্পদ হতে হল, এই যে ব্রাহ্মণীর গ্রাম্যস্বভাব, লোকের অবস্থা পদ বাছে না, মনে যা উদয় হয় তাই ব্যক্ত করে, নিতান্ত উন্মাদিনী ভেবেছে,—

(স্বগত) সুন্দর না হলে, মর্ত্ত্যে সৌভাগ্য মিলে না?
কুৎসিত মনের মাত্র কুৎসিত ভাবনা?
যদিও হয়েছি হেয় সৌন্দর্য্য অভাবে,
মহত্ত্ব করিব লাভ, বুদ্ধির প্রভাবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর অন্তঃপুর।—হোম গৃহ।

(বাচস্পতির প্রবেশ।)

বাচ। যে সূর্য্য, কাল অস্তাচলে মলিন বদনে মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিলেন, অদ্য উদয়গিরিতে গৌরবান্বিত দেখিতেছি,

বোধ হয় যে কার্য্য আরম্ভে হতাশ হয়েছিলাম, তাহা সফল হইলেও হইতে পারে। অহোরাত্র মধ্যে ত আঁখির পলকে পলক পর্শ করে নাই, কার্য্যের উৎসাহে নিদ্রাও ত নয়ন নিকটে আসে নাই। প্রথম দুই প্রহর হোমে, দ্বিতীয় দুই প্রহর কঠোর অঙ্কপাতে জ্যোতিষের নিগূঢ় ফল উদ্ধারে মগ্ন ছিলাম। কি ফল? কেহ জানে রণবীর সুরনাথের যুদ্ধ গৌরব, কিন্তু মনের কথা মনই জানে।

(সুকুমার সঙ্গে লইয়া অভয়ার প্রবেশ।)

অভয়া। (যোড়হস্তে।) গণনার ফল কি পেলেন মহাশয়?

বাচ। (সুকুমারের হস্ত ধরিয়া) ক্রমে নিবেদন করি। আপাদ মস্তক অবলোকন করেছি, এ রাজীবলোচনের সুপ্রভা, উজ্জ্বল গজদন্ত, নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় কপাল, অঙ্গ সৌষ্ঠব, হস্ত চরণের পদ্মরাগ, অঙ্গুলিঅগ্রে চক্ররেখা, ঊর্দ্ধ-রেখা, যশঃ-পুচ্ছ, বৃদ্ধাঙ্গুলিতে তিল চিহ্ন, চরণে স্পষ্ট চক্র-বর্ত্তী চিহ্ন, সকলই ত সুলক্ষণ, কেবল রাজ লগ্নে কিঞ্চিৎ রিষ্ট।

অভয়া। রিষ্ট কি?

বাচ। লগ্নে চন্দ্রের সম্পূর্ণ দৃষ্টি নাই, তার ভঙ্গসূচক কার্য্যও সমাধা হয়েছে, এমন সুলগ্ন স্থির ত দেখি না। (নিম্ন-স্বরে) ওদিকে যাত্রার লগ্নও স্থির হয়েছে। এদিকে যেমন সু —ওদিকে তেমনি—বরং দেখুন কুমার বাহাদুর, এই অঙ্কগৃহে কোনস্থানে আপন অঙ্গুরীয় ক্ষেপণ করুন (সুকুমার অঙ্গুরীয় ক্ষেপণ করায়) অতীব ভাল, এ বীর-হনুমানের ঘর, ভাল, ভাল।

(পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। বাবা, ভাল মন্দ তোমার হস্তে, তুমিই আমাদের হনুমান! হনুমান কি করবে? তোমার যোগবলেই সুরনাথ রণজিত হবেন, তিনি বিদায় হতে আস্‌ছেন।

(যুদ্ধসজ্জায় সুরনাথের প্রবেশ।)

সুর। আশীর্ব্বাদ করুন।

বাচ। (স্বগত)

বাক্-চাতুরী ঘোর, তুই অর্থশালী, হও
সহায় আমার, দিয়ে গরল গঠিত
জিহ্বে সুধার প্রলেপ, মিষ্ট মিষ্ট বাক্য
গাথি কপটতা—সূতে, উচ্চারিত হক
আশীর্ব্বাদ ; কবে বা অক্ষম ভাষা, লুকাইতে
মনোগত ভাব? (প্রকাশে)
শত পুষ্প মাঝে শোভে শতদল দল,
শত তারা মাঝে যেন চন্দ্রমা কোমল,
শত দেব মাঝে যেন ইন্দ্রদেব শোভে,
তুমি! রণভূমে যোদ্ধৃবর্গ মৃত্যু মাঝে।

[সুরনাথের প্রস্থান।

বাচ। অঙ্কগৃহে যে হীরক অঙ্গুরীয় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা গণকের প্রাপ্তি, এরূপ মনে না হয় যে উহাতে কাহারও লোভ আছে, তবে কি জানি যাঁদের হিতার্থী তাদের অমঙ্গল না হয়, শাস্ত্রানুযায়ী ওটি গণকের দক্ষিণা। তা এ গণনা বৃথা হলে শাস্ত্রই বৃথা।

অভয়া। অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন, যার প্রসাদে রাজ্যলাভ সম্ভাবনা, তার ঋণ কি পরিশোধ হতে পারে?

[বাচস্পতির প্রস্থান।

(দর্পনাথের প্রবেশ।)

অভয়া। সুরনাথের যাত্রা স্থির হল, এক্ষণে কুমারের রাজটীকার দেরি কি? সুকুমার রত্ন-গর্ভের পরিচয় নয়? অধ্যাপক বলিতেছিলেন যে রাজত্ব লাভ জন্যই কুমারের জন্ম গ্রহণ হয়েছে।

দর্প। আমি নিশ্চিন্ত নহি, মহৎ কার্য্যে প্রায় বিলম্বই হয়ে থাকে, মহম্মদ বাদের বীরসা পাঠান বিদ্রোহী হয়েছে, দিল্লীশ্বর সেনাপতি সমুহকে সমবেত হইতে ঘোষণা দিয়াছেন, এক্ষণে রণবীর সুরনাথের যুদ্ধে গমন হইলেই বোধ হয় সব আশা সম্পূর্ণ হয়।

অভয়া। সুরনাথ রণে বিশেষ নিপুণ, যদি জয়ী হন, যদি, আবার গৃহে আসেন?

দর্প। যদি এ দারুণ রণ হতে ফিরে আসেন তবে বোধ হয় ভবিষ্যৎ রাজবংশের পিতা হবেন, রাজকুমারীও পুত্র-সম্ভাবিতা, তার সন্তানইত প্রকৃত রাজ্যাধিকারী, কিন্তু সুর-নাথের যাত্রার সময় আগত প্রায়।

[প্রস্থান।

অভয়া। তবে আমার গর্ব্ভের সন্তান রাজা হবে না? নামে মাত্র রাজকুমার, শত্রু পক্ষের হাস্যাস্পদ—

দুটি জড়ি আছেত বাসকে বহুদিন,
সেইত বেদিনী বৃদ্ধা দিয়াছিল মোরে,
একটী সেবনে বন্ধ্যা হয় পুত্রবতী,
বালি-ভূমি পলি সারে উর্ব্বরা হইলে
শোভে যেন নব দূর্ব্বাদল ফলে ফুলে।
একটি সেবনে হয় চির বন্ধ্যা নারী,
উর্ব্বরা উদর, যেন প্রস্তর পতিত
দাহিত ফলের বীজ, বিকৃতি প্রকৃতি,
শুষ্ককান্তি, জ্যোতিহীন আঁখি, লোল ত্বক,
স্ফীত গর্ত্ত বৃথা—সকলের হাস্যাস্পদ।
দিব আমি প্রকারান্তে এই জড়ি রাজে
পুত্রহীনা হয়ে যাহে মরিবে সরমে।
সে যে হেয় জানে মোরে সবে তুচ্ছ করে,
স্বীয় বিদ্যা, স্বীয় জ্ঞানে সতত গর্ব্বিত,
সেওত আমার মনে সতত ঘৃণিত :—
এক আধিপত্য পথে বিষম কণ্টক।

(রাজবালার ও পরিচারিকার প্রবেশ।)

এস এস মা, নির্ম্মল মুখ যেন বিধির চখে বিষ!

রাজ। মাকে ত মনে নাই, মা যে কি ধন এ জন্মে জানলাম না, এমন যে আদরের বাপ ছিলেন তিনিও এ অভাগীকে অকালে ত্যাগ করে গেলেন।

পরি। কত যত্ন কর্‌লেন, লোকে পুত্রের জন্যে তেমন করে?

রাজ। তা আমার কপালে সকল স্নেহ মিথ্যা হল, আমার ভাবী সুখের কথাগুলি বল্‌তে বল্‌তে আর মুখে হাসি ধর্‌ত না।

পরি। দেবতার সে এক গঠন ছিল, তেমন হাসি আর দেখ্‌লাম না।

রাজ। সে সব হাসির দিন একবারে শেষ হল, সংসার ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেলেন (অভয়ার প্রতি) কেবল তোমাদের যত্নে এ অনাথিনী জীবিত ছিল।

অভয়া। কুমারি! স্থির হও, কেন আপনি কাঁদ আমায় কাঁদাও, তোমার অদৃষ্টে পিতা মাতার স্নেহ ভোগই নাই কিন্তু মা, স্ত্রীলোকের স্বামীই অর্থ, তুমি কোন্ বিষয়ে দুঃখী?

পরি। গৃহ, পুষ্করিণী, দীঘি, জাঙ্গাল, ভূমি, বিষয়, রাজ্য, কিসের অভাব আছে?

অভয়া। তার পর তেমনি বর স্থির করে গেছলেন বলে সেইরূপ স্বামী হয়েছেন।

পরি। আহা! যেন লক্ষ্মীর নারায়ণ!

অভয়া। বলে, কুলে, মানে, শীলে, যেমন হতে হয়, তার উপর দেবতা তেমনি রূপও দিয়েছেন, গুণেও ত সব কুল আলো করেছে, যুবা বয়সে বিদ্যার খ্যাতি, রণবীরত্বের যশ!

পরি। হোক। যেন চিরকাল এমন স্বামীর মুখের পান হয়ে থাকেন।

অভয়া। আশীর্ব্বাদ করি, যেন ত্বরায় রণজয়ী হয়ে তোমায় সুখের রাজেশ্বরী করেন।

পরি। যেন অন্নপূর্ণা করেন, দেবীর কোলে সন্তান দেখি, তা দেখ্‌ব মা।—দেবীর বয়স কত হল ?

অভয়া। শত্রুর মুখে ছাই দে, পনর বৎসর ক মাস, আগামী কোজাগর পূর্ণিমার দিন ষোল বৎসর পূর্ণ হবে।

পরি। দেবীর পূর্ণিমাতে জন্ম, যেন পূর্ণশশী উদয় হয়েছেন, দিন দিন রূপের ষোলকলা পূর্ণ হতেছে।

অভয়া। কেন দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে পদ্ম-চক্ষু দুটী জলে পূর্ণ হল ?

পরি। মনের মানুষ মনে পড়ে থাক্‌বে।

[রাজবালার হস্ত ধরিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রাজবালার শয়ন মন্দির। কাল-নিশা।

(সুরনাথ ও রাজবালার প্রবেশ।)

রাজ। দেখি কি সজ্জিত গৃহ যেন সেই নহে;
ছবিগুলি চারিপাশে কারে দেখে হাসে ?

সুর। তার মাঝে তুমি, প্রিয়ে, উল্লাসে গঠিত।

রাজ। তার মাঝে, নাথ, যেন হাসাতে বসেছ;
তোমায় দেখিতে আজ ছবিগুলি জাগে,
একা থাকি আমি যবে মুখ ঢাকে সবে।

সুর। ঐ যে সুন্দর দ্বার দেখ শয্যা পাশে,
অন্তরালে, থেকে, দেখে, কে দুটী ও হাসে;
বসিব উভয়ে ধীরে দ্বারের সমীপে,
পুন এলে হাত ধরে দিব লজ্জা ফিরে।

রাজ। লুকায়, আঁধারে যায়, কে ওরা দেখিল।
বুঝিবা "মনের-মেল" দ্বারে জেগেছিল;
ঘুরে ঘুরে যায় যায় যদি দেখা পায়।

সুর। দেখ ঐ ত্বরা করি, বাঁকা নেত্রে চায়—

রাজ। পড়েছিনু ভ্রমে (অগ্রসর) জান ভাল ত ভুলানি।
(দর্পণেদৃষ্টি) ওদের যে দেখি আমি সদা একাসনে
থাকুক বিচ্ছেদ-হীন চির এ নয়নে।
ঐ যে রমণী এক বিহ্বলা যেমতি,
দেখ দাঁড়ায়েছে বামে রাখিয়ে পতিরে;
নির্জনে আরসি পাশে সদা দেখি ওরে।

তোমায় যেমন লজ্জা ওরেও তেমন
ও যে করে নাই লজ্জা আমায় কখন,
কিন্তু লজ্জা করে, যারে, লজ্জা করি আমি।
ঐ যে পুরুষ, নাথ, মোহন মূরতি,
হৃদয়-দর্পণে মম জাগে দিবা রাতি,
কভু বা সুখের নিদ্রা ভাঙ্গে হাত ধরি,
কভু স্বপ্নে কাতু-কুতু দিয়ে কাটে ফাঁকি।
না জানি কি ভাবে এল, জানে কি কুহক,
ঘেরেছে মোহন জালে বাহির অন্তর।

সুর। দেখি তবে সযতনে যাইয়া নিকটে—
(অগ্রসর) জানিনা স্বরূপ তব ছিল এ জগতে,
দর্পণের দ্বেষী এবে হইলাম প্রিয়ে,
দেখি যে আমার রত্ন উহার ভিতরে,
দর্পণ হইলে অন্তেঃ পেতাম তোমারে।

(হঠাৎ পাখির স্বর।)

কিন্তু শুন প্রাণেশ্বরি, বনমাঝে স্বর,
প্রভাতের দূত কাল ডাকিল কোকিল।
রাজ। লওনা প্রভাত নাম, থাকুক এ নিশা ;
ঘুমিয়ে পড়ুক কাল ভুলিয়ে সকাল।
বিরহ বিরহে আছে লুকিয়ে আঁধারে
পোহাইলে নিশা সে যে গ্রাসিবে আমারে।
সুর। (গবাক্ষ দিয়ে দর্শন)
ঊষাদেবী হাসে, দেখ রাঙ্গা বস্ত্র পরি,
দোল্যায়ে অঞ্চল, স্বর্গ শ্বেত পূর্ব্বদ্বারে,
জরি দিয়ে তার ধারে, রূপালু সনালু—

(পাপিয়ার ডাক।)

শুন পুনঃ বন মাঝে থাকিয়া থাকিয়া
তানিছে পাপিয়া মিষ্ট তান-সপ্ত-স্বরা।
রাজ। আমার নয়নে থাক তারা সম তুমি
কি হবে তোমায় ত্যজি দেখি ঊষা ভূষা,
হরে আঁখি মোর সে যে চায় পারে দিতে
নাশিয়ে সুখের নিশা, বিরহে দহিতে।

(দ্বারের নিকট গমন।)

কাক জ্যোৎস্না, হে নাথ, নহে ও যে ঊষা,—
বিরহ-পীড়িত পাখী ব্যথিত অন্তরে
তাড়াতে নিশারে বুঝি ডাকে ভোরে ভোরে।
থাক থাক গৃহে মম, বস হে সুধীর,
এত কি অযোগ্য দাসী, হতেছ অস্থির।

নেপথ্যে। দেবি! একবার গাত্রোত্থান কর্‌তে হবে, যাত্রার লগ্ন প্রায় হলো, ভোর হয়েছে।

রাজ। এক চুম্বনের পর আসুক বিচ্ছেদ,
এক অশ্রুবিন্দুপাতে শুকুক অন্তর,
এক শ্বাসে খসুক হে, সুখের কুসুম—

(দ্বার খুলিতে খুলিতে)

তোমায় বাহিরে যেতে খুলি তবে দ্বার,
দেখিব কি আলো, ? মনে ঘেরিল আঁধার!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রাজবাটী। ধীরাজ মন্দির।

(দর্পনাথের প্রবেশ।)

দর্প। বাচস্পতি মহাশয়ের আগমন হলে, রাজটিকার দিন স্থির করা যায়; এই পুণ্যাহ, পূর্ণিমা, শুভদিবস; কিন্তু গৃহিণী ব্যস্ত হইলেও আমার লোকত রক্ষা করা নিতান্ত

কর্ত্তব্য। দরবারে যে দূত প্রেরণ করা হল তাহার অপেক্ষা করা বিধেয়।

বাচস্পতি। (দূর হইতে)

ডুবিল আবার এক প্রাচীন বৎসর
কালের উদরে ; এক ঢেও, গর্ত্তশায়ী
না হইতে, সর্ব্বনাশা বুড় বিস্তারিয়ে
পাটি, নূতন বরষ পুনঃ উগরিয়ে দিলে
খেলিয়ে খেলিয়ে শেষে আবার গ্রাসিতে,
অহি সম কাল, নিজ শিশু খেতে পুষে।

দর্প। সফলতা লাভ, সদা কালের প্রসাদে।
সফল হইল এবে রাজ নিকেতনে
শুভ পুণ্যাহের কার্য্য তব আগমনে॥

(হেমাঙ্গ ও শ্যামের প্রবেশ।)

বাচ। উড়ুক তোমার কেতু উচ্চশির তুলে
চারু যশো-ভাতি হোক বিস্তৃত সংসারে।

হেম। ভঙ্গিটি দেখুন ? চলন ?

শ্যাম। যেন মন্ত্র-বলে নল-চালন।

হেম। নাকটী ?

শ্যাম। গরুড়-গঞ্জিত, যেন ধনুকার্দ্ধ !

হেম। মস্তকে কি হিল্লোলিত ? শিক্ষা ?

শ্যাম। ধনুর চড়া খুলে গেছে।

হেম। ভ্রু-যুগল দেখ্ছ ?

শ্যাম। যেন ধবল কীটের সারি।

হেম। রাঙ্গা নামাবলির উপর মেহাগণি কাষ্ঠের উজ্জ্বল মস্তক, তার উপর হিল্লোলিত রজত শিক্কা!

শ্যাম। যেন সুমেরুর স্বর্ণ-চূড়ার উপর পরিষ্কার ধ্বজা।

(বাচস্পতি নিকটস্থ।)

বাচ। আমায় উদ্দেশ করে কিছু কথা বল্‌তেছ? যে কাল উপস্থিত, সামান্য শিশুগণেও গুরুজনকে উপহাস করে থাকে।

হেম। (স্বগত) কোন কথা গোপন করবার উপায় নাই, যেন ঐ তীক্ষ্ণ নাসাগ্র সকল স্থানে প্রবেশ করে, ও মনের কথা গন্ধে নির্ণয় করে।

দর্প। কি দুঃসময়!

বাচ। দুঃসময় নয় মহাশয়! কাল-ধর্ম্ম! সংসারে যে এ অনিষ্ট হবে, বহুকাল পূর্ব্বে ত্রিকালজ্ঞ ভগবান মহর্ষি-গণ শাস্ত্রোল্লেখ করে গেছেন; কলি! মহাশয় বিস্মৃত হতে-ছেন, ম্লেচ্ছ অবতার রূপ যবনগণ এমন রত্নগর্ব্ভা ভারত-ভূমিকে মলিন করেছে—শাস্ত্র, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, দিন দিন লোপকে পেতেছে, গুরুজনের আর অভিমান নাই; "ধর্ম্মঃ সঙ্কুচিত স্তপো বিরহিতং সত্যঞ্চ দূরং গতং।"

শ্যাম। এতাবতা

ঝড়ে ঝড়ে ঝোড়
জরে ধ্বংস গৌড়,
জিজিয়া, সৌদা, সেয়ারে, সর্ব্বে সর্ব্বস্যান্ত
পয়জারে পিয়াজেচ ভদ্রে কুপকাত॥

যবন তাড়নে,
দেবতা ব্রাহ্মণে
নষ্ট পুজি পুঁথি, সহজাতি ভাতি একাকার,
কিমধিকং ? কহে———
কলিকাপুরাণে,
ভবিষ্যৎ বচনে
" নিষ্কর নিকর
কাননে সকর,
টোলে টেক্সে, ইন্‌কম্পে কম্পিবে কলেবর,
আবির্ভূত একাদশ অবতার আসেসর।
পিনেল কোডে
বেতের চোটে,
পিট পট্ পট্ লভে দুষ্ট কারাগার—
অবশেষে,
রোড় শেশে,
দেশে দেশে ভাবে ভ্রাতা কৃষিকার।"
সত্যযুগ, স্বপ্নজ্ঞান, দুষ কেন কলিকাল ?
অতি ভাল কিছু মন্দে সুমিশ্রিত সদাকাল॥

নেপথ্যে। রে, রে, রে, রে,———রে রে।

শ্যাম। পবন বীরের দল এল।

(রায়বাঁশ হস্তে পবনবীরের প্রবেশ ও
সতেজে শিরাঘাত।)

দর্প। দেখ—দেখ—দেখ, পতাকা-দণ্ড তুলে গেল

বাচ। প্রতি শিরা কম্পিত হল প্রভু—ওত মস্তক নহে, মেষ-শৃঙ্গ বিশেষ। "কালাপিঠে।"

পবন। "কালাপিঠে" ও কথা বল্‌বেন না—

"ব্রহ্মার হাড়েতে জন্ম হাড়ি,
কুশ বংশে মেটে কুশধ্বজ।"
তার পর————

শ্যাম। "গঙ্গার উদরে ডোম, গঙ্গাবংশ খ্যাতি।"

পবন। চরণের ধুলা দাও। (বাচস্পতির প্রতি) এ কথাত লম্পট মহাশয়ের পুথিতে লেখা আছে। এখন পুণ্যের শিরোপা, আর রাত্রের ছুটি হলেই পূজা হয়—বম্‌কালী!

দর্প। নির্লজ্জ, বর্ব্বর, কার্য্য ক্ষতি করে তোমার আমোদ হতেছে,—তোমায় যে রায়রেঞে বাহাদুরের দরবার হতে সংবাদ আন্‌তে পাঠিয়ে ছিলাম?

পবন। ভৃত্য সে আজ্ঞা যাজন করে এসেছে—এই উত্তর। (পত্র প্রেরণ।)

বাচ। অতীব আশ্চর্য্য, সেইত যেতে দেখলাম, চারি দিবসের পথ এক অহোরাত্রে কেমন করে গতায়াত হল?

দর্প। পবনের ক্ষমতা, পবন-গতি!

[পবনের প্রস্থান।

(পত্র পাঠ নিম্নস্বরে) "নিযুক্ত পত্রের দুইজন বিশ্বস্ত সাক্ষী আবশ্যক"——এ পিতা পুত্র তুল্য আর ত কাহাকেও দেখিনা।

বাচ। এই বেলা, স্বস্ত্যয়নের পরামর্শ স্থির করুন, "নচ দৈবাৎ পরং বলং।"

দর্প। সময়ান্তরে।

(কাশীশ্বরের প্রবেশ।)

সময়ে সব সুসংযোগ !

(হেমাঙ্গের প্রতি)

প্রথমতঃ বিনা পণে, দিলাম তোমায়
স্নেহ পরবশে, এক বিষয় বিস্তার ;
এক সত্য ছিল তব, মম পুত্র সহ ,
বন্ধুত্বে অভেদ হবে চির অনুগত—

হেম। করেছি পালন,

দর্প। নহে সম্পূর্ণ এখন,
দশ শত রৌপ্য মুদ্রা, শুল্ক, বিভাময়,
এখন জাজ্বল্যমান আরো ঋণ তব।

হেম। দিতে তাহা অস্বীকার করে ? যদি মম
অঙ্গ হতো রজত নির্ম্মিত, অবিলম্বে
কাটিয়ে গলিয়ে, পরিশোধ করিতাম
ঋণ এই স্থানে,—ঋণ, ঋণ, শব্দ হতে
জুড়াতে শ্রবণে, দাও, দাও প্রতিক্ষণে
দাবির অঙ্কুশ-মুক্ত করিতে হৃদয়ে।
মানী কি সহজে সহে মানভ্রংশ কথা ?
তবে মম হীন দশা পানে দেখ এবে ;
যদি জল বার, মম জীবনের স্রোতে
উচ্ছ্বাসে আবার, ভাগ্য-রত্নাকর হতে,
ঠেকে যদি হাতে শুক্তি-কোষ রত্নময়,

আনন্দ লভিব তবে হয়ে ঋণহীন।
নচেৎ যেমন বদ্ধ এবে ঋণ-জালে,
ত্যজিব এ দেহ হায়! জালেতে জড়িয়ে।

দর্প। কর পালন এখন সত্য, ঋণ দাও
মিত্রের সুকার্য্য কিম্বা সাধ সুসময়ে
সকল কৌশল, আশা, কর হে সফল—

হেম। সাধিতে প্রস্তুত ধর্ম্ম সাধাইবে যাহা
রাজগৃহে, পর্ণশালে, স্বর্গে বা নরকে—
নহি আমি তব, কিম্বা অর্থদাস প্রভু!

দর্প। না খুলিতে পাখা, শুকশিশু কভু পারে
উড়িতে গগনে? জানে কি বালক জ্ঞান?
এ কি হে হেমাঙ্গ, বুদ্ধি মোর দূষ তুমি?
নহে বুদ্ধি সাধ্য তব বিষয়-কৌশল;
তোমারে সুশিক্ষা কত দিলাম যতনে
সর্প শিশু পালা হল আমার কি শেষে?
এই কি কৃতজ্ঞ কিম্বা স্নেহ তব শিশু!
যাও মম আঁখি হতে, অকৃতজ্ঞ চিত
অজগর সম ভয়ানক, হরিণ শাবকে
কিম্বা সন্তান অন্তরে, যথা বিদ্যমান।

কাশী। কে কৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ কেবা?
না জানি কহ হে প্রভু! মোরে দয়া করি।
কহ কিবা ধর্ম্ম তব অবলার প্রতি?

দর্প। নহে তব গর্ব্ব মম, ক্রোধে ভস্মীভূত?
এতই সাহস, তীক্ষ্ণ বহ্নি মুখে এস?

কাশী। অন্যায় বারণে পারি, অমলে পড়িতে
ফিরাতে কুপথ হতে আত্ম-প্রিয়জনে,
রক্ষিতে সম্মান নিজ চির-কুল-জ্যোতিঃ
অবলা পীড়ন ধর্ম্ম স্নেহ বিসর্জ্জনে
প্রলোভ কলহ লয়ে কলঙ্ক লেপনে?
শঠ মন্ত্রে কর্ণপাত, শঠ বাক্যে পূজা!

দর্প। যুক্ত ওষ্ঠে, বিনা বাক্যে, ত্যজ এই স্থান।

কাশী। চলিলাম, যেতে যেতে কহি এক কথা
ছাড় কুমন্ত্রণা, কিম্বা আসিবে সে দিন
যখন আপন জালে আপনি জড়াবে
তখন এ কথা মম হৃদয়ে জাগিবে।
জ্ঞান-বার্ত্তা, নীতি-কথা আসময়ে অরুচি।

[প্রস্থান।

বাচ। যে জন পশ্চাতে ধায় স্বার্থলাভ আশে
পালায় সে রেখে নাথে শঙ্কট-সকাশে।

[প্রস্থান

শ্যাম। পিয়াদা সাহেব টিপে মদনে ধরিলে
রন্ধন-শালায় রতি কেন্দে ভাসে জলে;
ধীরে ধীরে খেয়ে অন্ন গেল ঘাটুবনে
রতি ছারা একাপতি গেলেন বন্ধনে॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—কাশীশ্বরের ভবন।

(কাশীশ্বর ও হেমাঙ্গের প্রবেশ।)

কাশী। কুরূর জনের চক্র, ঊর্ণা-জাল সম,
দুষ্টের প্রলোভ, ভয়, নিত্য তুচ্ছ করি
আনন্দে সুনীতি, সুত, হৃদি পদ্মে ধর ;
ধরে যেন সুধাভাণ্ড সযতনে কোলে
কাতর সুধাংশু যবে লোভি রাহুগ্রাসে।
মানব হৃদয়-ক্ষেত্রে মানস-কুসুমে
সুনীতি, কুনীতি, দোঁহে থাকে জড়ীভূত
গরল, পীযূষ, এক আধারে মিলিয়ে,
ত্যজিয়ে সে বিষ, মধুমক্ষিকা যেমন
শ্রম সহ মথে তুল সুধা নিরন্তর।

[প্রস্থান।

হেম। এ রক্ষক নরাধম———

(শ্যামের প্রবেশ।)

শ্যাম। ভক্ষক—যোড় কলমের বাপ !—

হেম। আমাকে এতই নীচ জ্ঞান করে ? ভবিষ্যৎ রাজ-মাতা রাজকুমারীর অনিষ্ট সাধন আমার বংশে কি সম্ভব ? এ স্বপ্নে দেখে—না কেও দেখায় ?

শ্যাম। দেখায় ? ঐ সূচমুখী, রাঙ্গা বাঁশবাজী বাচি

ঠাকুরের ভেল্‌কি—আর সেই ভানুমতী ভগবতী অভয়া ঠাকু-রুণের কলকাটি।

হেম। শ্যাম—

শ্যাম। আজ্ঞা করুন্—

হেম। দেখ সেই ক্ষিপ্ত পুষ্পনাথের সঙ্গে দেখা হলে, বল যে তার গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা হয়েছে, এখন এ প্রদেশে না মুখ দেখায়, পাঠানদের দূত সন্দেহে তাহাকে ধৃত করিবার আদেশ পত্র প্রচার হয়েছে।

[শ্যামের প্রস্থান।

আমার এখন উচিত সকল কথা শীঘ্র রণবীর সুরনাথের কর্ণগোচর করা, কিন্তু রণক্ষেত্রে গমন সহজ নয়, শুনেছি শিবিকাতে সঙ্গীতের বিশেষ সমাদর।

মনে আছে সেই যুবা! ওঝা পুষ্পনাথে,
ক্ষিপ্ত প্রায়, রসালাপে প্রিয় সবাকার,
নিপুণ অঙ্গুলি যার পর্শিলে সেতারে
উল্লাসে, তারের সাথে অন্তঃ-তন্ত্রী খেলে;
দুলিত কপোলে কেশ, আবৃত আনন
শ্মশ্রুদলে, গেরি বস্ত্র গৌরাঙ্গের শোভা।
লই সেই বেশ (বেশপরিগ্রহণ) দেব বৈদ্যনাথে নমি,
পুষ্পনাথ ওঝা এই—হেমাঙ্গ কি আমি?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রাজবালার গৃহ।

(রাজবালার প্রবেশ।)

রাজ। আহা! শিল্পিদের কি ক্ষমতা, চিত্রকরের তুলির কি আশ্চর্য্য গুণ, এই যে চারিপাশে ছবিগুলি দেখ্‌ছি, যা দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার মনে এত আহ্লাদ হতেছে, এতে কত নৈপুণ্য প্রকাশ পাচ্চে। এই একটি কেমন বনের ছবি এঁকেছে। আহা, কি রঙ্গ ফলিয়েছে! যেখানে আলো, যেখানে অন্ধকার, যেখানে মেঘছায়া, যেখানে পর্ব্বত, যেখানে নদী, যেখানে নীলবর্ণ কুঞ্জবন, কেমন চমৎকার অঙ্কিত হয়েছে—যেন সব চকে চকে দেখছি! বনের মাঝে এই কুঁড়েটী কেমন সুন্দর দর্শন—যেন সত্যি সত্যি দূর্ব্বা-দল দিয়ে ছেয়েছে, আবার ঐ কুটীরের দ্বারে কেমন সীতা দেবীর মূর্ত্তিটী! পার্শ্বে শ্রীরাম দণ্ডায়মান, তপস্বিনীর বেশে স্বামীর সঙ্গে মধুর কথা কয়ে যেন বনবাসের সব যাতনা ভুলে রয়েছেন। গায়ে ত চার কড়ার অলঙ্কার নাই, তবুত রূপে বন আলো হয়েছে—মরি মরি! আমাদের সেই বৃদ্ধ মাধবীলতার ঝাড়ের ভিতরে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা একটী তারা যেমন ঝক্‌তে দেখি, এ যেন তেমনি দেখ্‌ছি।

আবার এই একটী ছবির কেমন শোভা হয়েছে, সেই বৃদ্ধ চিত্রকরকে দেখিয়ে দিয়ে দিয়ে মহারাজ এটী আঁকিয়েছিলেন। এটী সেই মুনির আশ্রম—নাম ত মনে আস্‌চে না, এই যে সুন্দরী শকুন্তলা প্রিয়পতিকে আলিঙ্গন করেছেন, যেন হিম স্তম্ভ ধরে বিচ্ছেদ জ্বালা শীতল কর্‌তেছেন। আহা! কি রূপের ছটা, কেমন গঠন, হাতগুলি, আঙ্গুলগুলি, কেমন গোল! (নিজহস্ত দেখিয়া) তাইত আমার বালার কাছে যেমন একটি খাঁজ, ওঁরও একটি তেমনি আছে, যেন গোল হয়ে ঘুরেছে, পতির অংসভাগে সেগুলি কেমন সেজেছে, আমাদের চণ্ডীর মণ্ডপে শ্বেত পাথরের থামে পূজার সময়ে যেমন ফুলের মালা জড়ালে হয় এ সেইরূপ শোভা দেখ্‌ছি। হায়! সুহৃজ্জন সংমিলন সুখ কি সুমধুর!

মন প্রাণ যারে চায়,
তারে যদি আশু পায়,
অবলারে দহে যবে বিচ্ছেদ বিকারে,
হায়! সে মিলন সম,
কি আছে রে মনোরম,
মধু, সুধা, হেমনীর অবনি মাঝারে।
কিবা স্বর্গীয় সঙ্গীত,
প্রফুল্ল কুঞ্জ নিভৃত,
সুন্দরী প্রকৃতি মুখ উষার গগনে,
কিবা প্রসন্ন সলিল,
সুগন্ধ বাহ অনিল,
নিদাঘ দিবস শেষে পথশ্রান্তজনে।

কিবা পিক ভৃঙ্গ কেলি
কিবা মোহন মুরলী
কিবা রত্নাকর ধন চারু রত্নমণি,
কিবা শরদের শশী,
তারা-রত্ন হারা নিশি,
প্রফুল্ল কুসুম কুল মালিনী ধরণী।

নেপথ্যে। শোভিবে উরসে তব পতিও তেমনি ॥

রাজ। একি স্বপ্নদূত? না আকাশ-বাণী?

(পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। এ প্রকৃত সংবাদ দেবি! যদি জান্‌তে অভিলাষী হন———

রাজ। অমৃতে অরুচি?

পরি। তবে অমৃত লয়ে আসি।

[প্রস্থান।

রাজ। এ ত স্থির হৃদয়-সরোবরে উপলখণ্ড ফেলে গেল—দেখি আবার যদি সুস্থির হতে পারি। (গবাক্ষ দিয়ে দৃষ্টি) এ দিকে দিন শেষ হল—সূর্য্যদেব অস্তাচলে—ঐ কত দূরে বনের মাঝে তাঁর কিরণ-জাল ডুবে যাচ্চে; কেবল ঘন পাতার ছিদ্র দিয়া মধ্যে মধ্যে রক্ত শিখার মলিন রেখাগুলি দেখা যাচ্চে—নিকটের নারিকেল, খেজুর, তালবৃক্ষের উচ্চ পুচ্ছশ্রেণী রাঙ্গা হয়ে কাঁপ্‌ছে,—যেন রঙ্গটী হারাতে অনিচ্ছুক, "ধরি, ধরি" করছে—এবার কি সব অন্ধকার হবে?—(পূর্ব্ব দ্বারে দৃষ্টি)না—তা নয়, ঐ যে চন্দ্রঠাকুর

যেন শরদের জলে স্নান করে, রজত থালের মত নীলগগনে ভেসে আসছেন, এখন কিরণগুলি উজ্জ্বল হয় না—কিন্তু তারও দেরি নাই। মরি, মরি, কাননে কেমন মিষ্টধ্বনি হচ্চে! কত পাখী একতানে কলকল করতেছে! এরা কি সকলে মিলে নূতন চাঁদের গুণ গাচ্চে? কত রজনী-গন্ধা, কত মল্লিকা ফুটলো,—ঐ জলে এই কুমুদিনীগুলি মুদিত ছিল, এবার যেন হেসে হেসে চক্ষু মিল্‌ছে—তাইত, দেখ্‌তে দেখ্‌তে কত ফুল ফুটলো, নীচের দিকে দেখ্‌লে বোধ হয় যেন বসুমতী একটি বড় পুষ্পপাত্রে ফুল ভরে চন্দ্রঠাকুরকে উপহার দিতেছেন—দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে সব আলো হল—কত তারা ফুটলো—যেন শ্বেতজলে জগৎ শুদ্ধ হলকরা হল—চারি দিকে প্রমোদ—কেন আমার আমোদের সামগ্রী দূরে?

দিন যায় নিশা আসে, ডুবে দিনমণি,
গুমরে গুমরে ভাবি সেই গুণমণি,
উদয় গগন-শিরে শরদের চাঁদ,
যুবতী জনের মনে পাতি প্রেম-ফাঁদ,
চুম্বে কুমুদীর মুখ সুধাংশুর করে,
ঢালিয়ে মিলন বারি প্রেমের অঙ্কুরে,
ভ্রমিছে সন্ধ্যার বায়ু কত ফুল্ল ফুলে,
লইছে মনের মত পরিমল তুলে,
বিহরিছে প্রণয়িনী সহ পাখী সুখে,
লভিছে প্রেমের সুধা মুখ দিয়ে মুখে,
নিদারুণ কেবল আমার পক্ষে বিধি,
কোথায় রেখেছে দূরে প্রণয়ের নিধি!

(স্বর্ণের প্রবেশ।)

স্বর্ণ। কি দিবে আমারে ধনি, হাতে দিই যদি ?

রাজ। তুমি কিছু শুনলে না কি ?

স্বর্ণ। যা শুন্‌বার শুনেছি——

রাজ। কোন সংবাদ এসেছে কি ?

স্বর্ণ। কোথা হতে, দেবি ?

রাজ। যেন কিছু জান না, কিছু শুন না, কোন বিষয়ের সংবাদ রাখ না; মনে মনে কিন্তু কেবল দিন গুন্‌তেছ —পূর্ব্বে কত বেলা পর্য্যন্ত শয্যায় থাক্‌তে, এখন তেমনি কাক কোকিল না ডাক্‌তে ডাক্‌তে তাহা ত্যাগ করে থাক। মনে কর উঠে পড়্‌লেই একরাত্র কমে গেল !

নেপথ্যে। বলি " যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত।"

রাজ। কে লো সখি ?

নেপথ্যে। আঁধার মাণিক।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। আমায় দেখে উভয়ে স্তব্ধ হলেন কেন ? প্রবীণ বলে ?

আমিও অমনি ছিলাম।

আশ্বিন কার্ত্তিকের ঝড়ে ফেতা ফুতি হলাম।

রাজ। তাই ত, একি বেশ ?

লক্ষ্মী। বেশ ? কোথা বেণী-শোভিত মাধব; কোথা জটাময় শঙ্কর, তা আমার কথা পরে, দেবীর কথা শেষ হোক।

রাজ। যে কথা গো আছে মনে কহিব কেমনে,
যদি সত্য তবু হায় লাজে বাধে জিহ্বা,
কহ লো সোণার সখি হয়ে মোর তাহা।

স্বর্ণ। কেমনে কহিব তব কথা এই মুখে,
গড়েছে প্রকৃতি তব ওষ্ঠ সুধা দিয়ে,
কথায় মিশিয়ে তাহা হক নিঃসরণ।

লক্ষ্মী। শুনিতে শুনিতে, দেবি, জুড়াক শ্রবণ;
মলিন ও মুখ এবে যদিও বিরহে,
বিরহের রুচি বল নিন্দিতে কে পারে?
ও মুখ পাইলে কেন যাবে স্থানান্তরে
অমৃত নিবাস ত্যজি কে চায় গরলে?

রাজ। সৌন্দর্য্য দেখিলে, লোভ, বিরহ কি করে?

লক্ষ্মী। মিলনে লাগে যেমন, বিরহে তেমন।
বিরহে, কিম্বা মিলনে, সুন্দরীর মুখে
কোমল সুমিষ্ট ভাব দুই ভাবে ভাসে—
সুন্দরী দেখিলে যেন সুখ আর শোকে
বিরোধে বিমত্ত সদা লভিতে সে বাসে।
এখনি দেখিব যদি কথা কহ দেবি
হাসি, শ্বাস, ফিরে ফিরে আসিবে ও মুখে,
উভয়ে বিদ্বেষী হয়ে পীড়িবে উভয়ে—
করিতে চাহিবে হাসি, নির্ব্বাসিত শ্বাসে
ফেলিতে বাঁশরী রন্ধ্রে কিম্বা অন্ধকূপে;
চাহিবেও শ্বাস, হাসি মধুর তাড়িয়ে
বনবাসী বন্য-ফুল অধরে রাখিতে।—

কি দেবি! এভাবে কি বঞ্চিত থাক্‌ব?

রাজ। কোন কথা গোপন করবার উপায় নাই। কথা আর কিছু নয়, যোদ্ধা ঘরে এলে স্বর্ণসখীর মনঃস্থির হয়।

স্বর্ণ। আর এক দেবের আগমন হলে, আর এক দেবী দেহে জীবন পান।

লক্ষ্মী। সবার সব আস্‌ছেন, কিন্তু সখীর একটী মাত্র মনঃপীড়া হল।

স্বর্ণ। কি গো ঠাকুরাণি?

লক্ষ্মী। তবে বলি, সত্য ক দিন ছাপা থাকে। যোদ্ধা যুদ্ধে দন্তহীন হয়েছেন; তা সখীর দোষ, তখন বলতাম ভাঙ্গা কলাই হাতে কর না।

স্বর্ণ। ওর উত্তর কথায় হয় না।

লক্ষ্মী। ওমা, ওমা, কল্‌লেন কি গো, কুমারী দেখলেন, সে বুড় রামু মরে পর্য্যন্ত অমন বড় কিল্‌টী আর কেহ দেখিয়ে ছিল না।

স্বর্ণ। নাম করলে—

লক্ষ্মী। তার প্রায়শ্চিত্ত করব, এখন আমার অনুসন্ধান কেন?

(পরিচারিকার দীপ হস্তে প্রবেশ।)

আমার নামে লজ্জা দিলে, আঁধার-মাণিকে খোঁটা।

পরি। আমিত যে অন্ধকার সেই অন্ধকার দেখছিলাম।

লক্ষ্মী। অন্ধকার? আবার দীপ বাহিরে লয়ে যাও— এখনি গৃহ মুক্তকেশীর শ্বেত কেশরাশির আভায় জ্যোৎস্না

হবে, সে আভাতে ওষ্ঠের কাছে কুমুদিনী হাসবে। (রাজবালার প্রতি) আপনার পদ্মমুখ, অন্ধকার সলিলে ডুবে থাক্‌বে।

[পরীর প্রস্থান।

স্বর্ণ। ঠাকুরাণি! এখন মুখ ভাল করে দেখ্‌ছি, এত শুষ্ক কেন?

লক্ষ্মী। ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করেছি,—নিরাহার, খাবার মধ্যে গুটি কয়েক খাপি খেয়েছি। আমার গ্রামে সকল অস্থির, যুবতীদের সূর্য্যদেব পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পান না—যে যার ঘরে বন্দি—আমি বেরিয়ে ভয়ে মরি, যে দিকে চাই কেবল লাল পাক্‌ড়ি, লাঠি, ঢাল, তরবাল, রুদ্রাক্ষের মালা, আর বৃহৎ বৃহৎ ঝুঁপ গোপ! সেই যে ভুল্‌ ভুলে তহসিলদার ঠাকুর, তার পেটে এত বুদ্ধি—কর্ত্তা মহাশয়ের একগুণ হুকুম ত তিনগুণ কায, গাঁয়ে একবারে তলমাটী উপর করেছে—যেন হনুমানে লঙ্কা ছারখার করছে। কাশীশ্বর বাবুর সঙ্গে যে কি বিরোধ হচ্ছে, তাঁর হেমাঙ্গ বলে অনুদ্দেশ হয়েছে—তার সন্ধান হচ্ছে।

(অভয়ার প্রবেশ।)

অভয়া। (স্বগত) বড় গোলযোগ। (প্রকাশে) এইখানেই যে রাজকর্ম্ম শেষ হতেছে—সকলে অবাধ্য হলে—আমার শিক্ষায় কেও কর্ণপাত করলে না, বলে "শিশুর মত গঠন, বুড়ার মত বচন" তাই হল।

লক্ষ্মী। এই দুখিনীর সঙ্গে পাঁচটী দুখের সুখের কথা হচ্চে।

অভয়া। দুখের সুখের কথা! কথা-বিক্রী একটী ব্যবসা—তোমার কেবল লাভের লালসা—দিন দিন গতায়াত।

লক্ষ্মী। কি লজ্জা দেবি! বারণ করেন নাই আসব—

চিরকাল গেল খড়ের জ্বালে,
কি করবে মোর বরষাকালে।

অভয়া। রাজ! তোমায় গর্ব্ভে ধারণ করি নাই সত্য, কিন্তু তুমি তা হতে অধিক—তোমার এ কি প্রকৃতি? দুঃখ দেখলেই কি দয়া কর্‌তে হয়? ধন অনেক যত্নে হয়, মানুষ-পরিমাণ মাটি খনন কর্‌লে এক কড়া কড়ি লাভ হয় না—তা সে ধন তুমি যেন দুই হাতে ছড়াও।

লক্ষ্মী। দেবি! কিন্তু আমাদের গ্রামে শীকদার দিঘী একহাত পরিমাণ না কাটতে পাঁচটি সরা আর প্রতি সরায় পাঁচ পাঁচ কড়া কড়ি পাওয়া গেছলো।

অভয়া। আমার সঙ্গেও তোমার পরিহাস? রাজ! কথায় ক্রুদ্ধ হওনা, অস্বৈরণ দেখ্‌লেই বল্‌তে হয়।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। অস্বৈরণ সৈতে নারি,
শিকায় পা দিয়ে ঝুলে মরি।

রাজ। পরের দুঃখ দেখলে কি চক্ষু মুদিত করে থাকা যায়?

লক্ষ্মী! দেবি! অন্নপূর্ণা হয়ে বিরাজ কর।

[প্রস্থান।

স্বর্ণ। আমি জানি দেবীর মন সেই খানে আছে।

রাজ। যথার্থ পত্র এসেছে? কার?

স্বর্ণ। তাঁর।

রাজ। রণবীরের ?

স্বর্ণ। হাঁ, সপ্তগ্রামে এয়েছেন, সে দুষ্ট পাঠানের ভয়ে সকলে সেই খানে আশ্রয় লয়েছে। এক খানি পত্র লিখুন। সপ্তগ্রামে পাঠাই—উভয়ে আস্‌বেন।

রাজ। কি করে লিখব ? কোথা হতে আমার কপালে গ্রহ উপস্থিত হল ? কেনই বা বিষয় কক্ষে জড়ীভূত হলেন ? এই ত্যাগ করে গেলেন, আবার কি আসবেন ?

স্বর্ণ। কেন বা বিরোধ হল ? কেন বা লোভের সৃষ্টি হয়েছিল ? কেন বা যুদ্ধ উপস্থিত ? কেন বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ? এ সব না হলে ত বিরহ হত না। বিধি কি জান্‌ত না এসব প্রেমের বিরোধী ? কিন্তু দেবি ! আমাদের কেবল "স্বামী, স্বামী" চিন্তা, পুরুষদের নানা চিন্তা জন্য এ সকল হয়েছে—নয় ?

রাজ। তা সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদেরও চিন্তা কর্‌তো, তবে ভাল হত।

স্বর্ণ। কুমুদিনী চাঁদ চায়, চাঁদের কি আর কায নাই—আপনার মন যেখানে সবার কি সেখানে ? এখন পূজার সুযোগ অনায়াসে দেখা হতে পারে, পত্র লিখুন।

[প্রস্থান।

রাজ। পত্র লিখি। হায় ! কি উল্ট বিধি—যে যারে ভাল বাসে তারে কি এক সঙ্গে রাখ্‌তে জানে না ? না চকিত্ মিলনের আদর বৃদ্ধি জন্য বিরহের সৃজন হয়েছে ?

কত যে কুসুম ফুটে বিজন কাননে,
মধুর আঘ্রাণ তার লভে কোন্ জনে ?
অমল কুমুদ ভাসে মানস-সরসে,
বিরাজে জীবেশ তাঁর সুদূর আকাশে ;
কাঁদে রে সাগর-তলে রমা রূপবতী,
বাসেন বৈকুণ্ঠে সুখে সুখী রমাপতি ;
থাকে রে সুন্দরী-কণ্ঠ রত্নকণ্ঠি-হীন,
আবদ্ধ রতন-রাজি খনিতে মলিন ;
চাতকিনী মহীতলে, বারিদ আকাশে,
বিরহিনী একা ঘরে, কান্ত দূর দেশে ;
প্রেমের সোহাগ যেন বাড়াতে মিলনে,
দূরে রে যতনে বিধি রাখে প্রিয়জনে !

নেপথ্যে। অনেকে থাকলে কি মনের কথা প্রকাশ পায় ?

(অভয়ার পুনঃপ্রবেশ।)

অভয়া। কি মা তুমি, একা বসে, কাহারে ভাবিছ ?
সত্য প্রণয়ের ধর্ম্ম এই, যবে কেহ
না থাকে নিকটে, আসে মনের নিকটে
মন্মোহন, মনঃ প্রাণ যারে চায় সদা,
একা পেলে স্মৃতিকুঞ্জে করে কত কেলি।
ভাবিছ যাহারে, আমি বুঝেছি, দুহিতা !
যাহা বিরহিত, ছার বিষয় আশয়ে।
যা হোক, এলাম এবে হয়ে বড় সুখী
তোমায় কহিতে—ত্বরা করিবেন গৃহে
গমন, জামাতা।

রাজ। কহ মহাশয়া! কবে
তব দয়াতে না বান্ধা এ কন্যা তোমার।

অভয়া। কিন্তু মা একটি কথা আছে তব সাথে,
নিগূঢ়—দেখত কেহ নাহি কোন পাশে—
কমলার আনুকুল্যে সম্পূর্ণ ষোড়শী
তুমি এবে, রাজ্ঞী, সুখী, অর্থেতে অতুল;
আছে সব যদি, তবু আহা! এক দ্রব্য,
অঙ্কে শোভা, গৃহে আলো, আনন্দ নয়নে,
পুত্র-চাঁদ-মুখ বড় বাঞ্ছনীয় এবে।
সাধুর প্রদত্ত দেখ এই যে ঔষধ
যত্ন করে কত দিন রেখেছি গোপনে,
চির-স্নেহ চিহ্নমাত্র দিলাম তোমায়,
স্নেহের পদার্থ বল আর কারে দিব।
জামাতা আগত প্রায়, বিশেষ সময়ে,
নির্দ্দেশ করিব মন্ত্র, সেবন-প্রকার। (জড়িপ্রদান)
লও মাতঃ একমনে করি আশীর্ব্বাদ,
সুসময়ে শুভ-লগ্নে এই দ্রব্য-গুণে
শোভে যেন কোলে চাঁদ সোণার কুমার!

রাজ। শিরোধার্য্য আশীর্ব্বাদ সহ এ ঔষধ,
সুসিদ্ধ সময়ে হোক শুভ ইচ্ছা তব।

[অভয়ার প্রস্থান।

তবে পত্র প্রেরণের প্রয়োজন কি? তবুত এই পত্র নষ্ট করতেও ইচ্ছা হয় না—যত্নে রাখি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—আনন্দ-কানন। রাজবালার গৃহ।

(রাজবালা ও স্বর্ণলতার প্রবেশ।)

রাজ। আহা! সোণা স্বর্ণলতা, পূজার সুদিন,
সঙ্গে করি পক্ষান্তরে, শুক্লপক্ষ নব,
পক্ষেতে ধরিয়ে নবচাঁদ. সুধাময়,
বিচ্ছেদের শেষ দিন, আসিছে, মিলন—
আসিছে আনন্দময়ী আনন্দ সহিত।
তথাপি লো গুণিতে গুণিতে রাত দিন,
অফুরন্তি হতেছে ক্রমশঃ, মনে হয়,
বুড় চাঁদ ডুবেও ডুবিতে অনিচ্ছুক,
সাপিনী সতিনী সম হয়েছে সবার।
এইরূপ ধীরে আসে সুখের কি কাল ?

স্বর্ণ। মিলনাশা সংপূরণ,
চলিলে বিরহী মন,
কোন তেজ তার সাথে ধায় ?
তড়িত-রশ্মি, তপন,
গিরি-লম্বে প্রস্রবণ,
আশুগতি মন্দগতি তায়!
পর্ব্বত-প্রাচীর বার,
অসীম জলধি পার,

বল্মীক, প্রণালী মাত্র তার,
পলকে উত্তরি, সবে,
বন, গিরি, নদ, নাব্যে
পর্শে যথা বান্ধা প্রেম তার।
তথাপি সে আশাগতি,
যতই বা বলবতী,
শতবার নিক্ষিপ্ত নিরাশে,
যে কলে সে তার দুলে,
গাথা যেন সূক্ষ্ম হুলে
ধরিতে ত্বরিত ছিড়ে উড়েত বাতাসে॥

রাজ। সত্য যা কহিলে সখি,—তবে দশ নিশা
স্বপ্নভাবে ভেবে ভেবে তারে, কাটাইব
দশদিন কুড়ে কাল কোলে। তার পরে
নব চাঁদ, মদন-ধনুর ছাঁদ, আসি
প্রবাসী পতির সহ, মিশাবে আপন
হাসি, কত যুবতীর হাসি হাসি মুখে।

নেপথ্যে। ওলো, ভাল্‌বাসার দেখা দেখি, হোক্ না হোক্, শুনেও সুখী।

রাজ। কে বল দেখি?

(লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। এই দেখুন দেখি।

রাজ। কেন? এ যে পথিকের বেশ।

লক্ষ্মী। আর কি? পূজার দিন আগত—দশ জনার নিকট গতি, দশসিকা বার্ষিক প্রাপ্তি।

স্বর্ণ। আমি তোমার পাঁচসিকার ভাব করে দিব।

লক্ষ্মী। আমার কি আর ভাবের সময় আছে? যাঁদের ভাবের প্রয়োজন, তাঁদের ভাবের আদমিও আসছেন।

স্বর্ণ। দূর—দূর—

লক্ষ্মী। সুসংবাদের পুরস্কার হল ভাল, আমি বৃথা কথা বলি নাই।

[স্বর্ণের প্রস্থান।

যা বলুন দেবি! আমার পূজা দেখেই বা আবশ্যক? মা কি এ কুৎসিত শিশুকাঠের হাতে অঞ্জলি গ্রহণ করে তৃপ্ত হবেন?

রাজ। তৃপ্ত হবেন না কেন?

লক্ষ্মী। উজ্জ্বল মুকুতা, মণি, সুবর্ণ ভূষণে
হস্ত, কটি, কর্ণ, কণ্ঠ, করে অলংকৃত,
চিকণ রেসমী বাস, পরিধানে, দেবি!
অঙ্গভঙ্গে, রঙ্গে যেন সোণার পুতলি—
প্রফুল্ল প্রাতের ছবি কোমল শরদে—
একহস্তে পুষ্প-পাত্র দিব্য পুষ্প সহ,
চন্দন, তুলসী, বিল্ব-দল; অন্য হস্তে
স্বর্ণ কমণ্ডলু পূর্ণ পূত গঙ্গাবারি
(বসন্তে বসুধা যেন পুষ্প-রসে ভারি)
উপনীত হবে যবে ঝলমল ভাবে

চণ্ডীর মন্দিরে চারু, স্বর্গীয় প্রতিমা-
নির্ম্মিত উমার মূর্ত্তি, পাবে আরাধিকে
সমযোগ্য, তব রূপে। অঞ্জলি ভরিয়ে
যবে পুনঃ, পুষ্পভার ফেলিবে চরণে,
বাঞ্ছিত অমৃত সুখে হৃদয় পূরিবে,
হাসিবে হৃদয় তব, হাসিবে অম্বিকে ;
যবনিকা পাশে পতি হাসিতে মাতিবে।—
সে হাসি কি আমি, দেবি, পারিব হাসাতে ?
পূর্ণিমার কার্য্য অমানিশা কি সাধিবে ?

হেট বদন—আর কথা নাই যে চন্দ্রবদন! বোধ করি সত্য কথাই বলেছি, এর উত্তর কি ?

রাজ। তুমি যেমন পাগলিনী তেমনি কথা—ঠাকুরদের কাছে মহৎ, অধম, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, দরিদ্র, আছে ? তাদের নিকট ভক্তিই মুক্তির মূল।

লক্ষ্মী। ওরে ঠাকুরের বিচার ভাল! যাদের বাটীতে মেষ মহিষ বলিদান, নাচ যাত্রা, সঙ্গীতের উৎসব, ঝাড় লণ্ঠন ঠন ঠন, মোম বাতি, সোণার সাজ, রেসমি সাটী, প্রচুর ব্রাহ্মণ ভোজন, মাছের মুড়, গণ্ডা গণ্ডা মণ্ডা মিঠাই বিতরণ, তাঁদের পূজাতে যেমন তৃপ্তি ; আর যাদের ঘরে সুপরি উৎসর্গ, পানফল উপকরণ, জেলেকাচা, টেঙ্গরা মাচ ভাজা, আর নেকড়াই চণ্ডীর মত গোটা কতক ভূত ছেলে, ঝাঁঞ্জ কাঁসর বাজিয়ে আরতির সময় সামান্য আলো জ্বেলে, তার পর রাত ভোর মাকে অন্ধকার চণ্ডীমণ্ডপে ঝাঁক ঝাঁক মশার মুখে ফেলে যায় তাদের পূজাতেও তেমনি!

রাজ। তেমনি বৈ কি?

লক্ষ্মী। তা নয় দেবি! মায়ের পরিবারের পালা আছে। যাদের যেমন পূজা তাদের ঘরে তেমনি দেবতার আবির্ভাব।

রাজ। কেমন?

লক্ষ্মী। আপনাদের মত যাদের রাজত্ব, যেখানে স্বর্ণথালে ভোগ হয়, সেখানে মা স্বয়ং গমন করেন, যেখানে মহাজনীর টাকা ছড়াছড়ি—নন্দী কুণ্ডুর বাটীতে লক্ষ্মীকে প্রেরণ করেন। আমাদের মত ভট্টাচার্য্যের ঘরে আতপ চাল আর হোমের অপহৃত ঘৃত চাকতে সরস্বতী যান—গণেশ দাদা, শরৎকালে ধানের ক্ষেতে শুড় হেলাতে হেলাতে ইন্দুর-সঙ্গে সেই দক্ষিণে ধানব্যাপারীদের গৃহে চলেন। কার্ত্তিক?—বংশের ফুলবাবু মাঠের দিকে পাছে বারনিশ যোড়ে কাদা লাগে, তিনি সহরের পথ ভাল বাসেন, তেল দিয়ে টেরি কেটে, বাপের বেলগাছ হতে আঠা লয়ে গোঁপ যোড়টী, তালচঁচের মত বেঁকিয়ে—যেমন করে হোক, কালাপেড়ে ধুতি একখানি ধার করে, মস মস করে নগরের আলোতে ভ্রমণ করেন।

রাজ। ময়ূর ত্যাগ করে যান?

লক্ষ্মী। ময়ূরের যে ভঞ্জদের রাজবাটীতে পূজা হয়।

রাজ। শিব ঠাকুর?

লক্ষ্মী। শিব ঠাকুর? তিনি আর পূজার বাজারে কাণি পরে কেমন করে বার হন? তিনি নীচে আসেন না, উপরেই থাকেন—কেবল নবমী নিশাতে নবাব সাহেবের আবকারি মহলের ধূম একবার গোপনে দেখে যান।

রাজ। এত রচনাও আসে ?

লক্ষ্মী। " নয়ন তারা " ত আসছেন—তিনিও ত পণ্ডিত, জিজ্ঞাসা করলে পুঁথি খুলে বচন বার করে দেবেন।

রাজ। আসছেন ? কর্ণ-সুখমাত্র, সে কি মেয়ের মন ?—
গড়েছে পুরুষে বিধি, কত যে যতনে
সৌন্দর্য্য, সুমতি, বুদ্ধি, বল, বীর্য্য দানে,
কুমারের মূর্ত্তি যেন সম্মুখে ধরিয়ে ;
সম্পদে কিম্বা বিপদে কার্য্যে বা বিরামে
সিংহাসনে, রণভূমে, অরণ্যে, সাগরে,
নিমগ্ন সুমিত্র সহ মধুরালাপনে,
বিষাক্ত ফলক মুখে, সম্মুখ সমরে,
মর্ত্ত্য-ভূমি-স্বামী যেন সদত সুস্থির
নরের কলঙ্ক নাশি, সাহস প্রকাশে
মানব-গৌরব-প্রভা বর্দ্ধিতেছে সদা ;—
তবু কি সে রমণীর সম সুকোমল ?
প্রীতি-সুধা-সারে সুনির্ম্মিত, হৃদ্‌কমল
যার, প্রেমের অমৃতে, নিত্য ঢল ঢল ;
প্রফুল্ল সোহাগ শ্বাসে, শুষ্ক তাহা বিনে,
বিরহে মুদিত, মিলে মিলনে আনন,
স্নেহ স্নিগ্ধ-বিন্দু দিয়ে নরের হৃদয়ে,
সমল দুর্বৃত্তি-জলে মিলায় নির্ম্মলী।
পোড়া বিধি ! হেঁ লো সখি তখনি ভুলেছে,
কমলে প্রথরে যবে মিলাতে চেয়েছে।

লক্ষ্মী। তবু বিচ্ছেদান্তে দেবি ! বারেক হেরিলে
নয়নে নয়নে মিলে, হাসে সব ভুলে,
যবে সে সুমিষ্ট ভুল, তোমায় ভুলাবে
পুরুষ সুধার রাশি তখুনি জানিবে।

[প্রস্থান।

(স্বর্ণের প্রবেশ।)

স্বর্ণ। আনন্দ-কাননে সকল আনন্দের সংবাদ, কিন্তু আর গৃহে কেন ? বারাণ্ডার দ্বার খুলে আজকে একবার সন্ধ্যার শোভা দেখুন। (দ্বার উদ্ঘাটন।)

মরি কিবা সুসময়, নহে রবি অস্তমিত !
শশী তথাপি উদিত ; চন্দন আরক্ত শ্বেত
গগন উভয় পাশে, চারু রেখাতে লিখিত ;
শরদ সলিলে পূর্ণ, সুন্দর সরসী কোলে,
খুলিছে কুমুদ মুখে, কমলিনী প্রফুল্লিত—
যেন রবি, চন্দ্র, দিবা, নিশা, কমল, কুমুদ,
একবারে কোন মন্ত্রবলে, মিলেছে সকলে।
সকলের সুখে সুখী, চেয়ে নিজ বক্ষ পানে
হৃদয়-দর্পণে, দেখে সরসী সবার কেলি।
সুদূরে সৌরভ-পূর্ণ শস্যক্ষেত্র সুবিস্তার
প্রাচুর্য্য প্রদায়ী বসুন্ধরা দেখ দেখাইছে।
শরদের বারিপূর্ণ শ্বেত দীর্ঘ জলনালী
(মহী বস্ত্রে যেন জরি, নীল ক্ষেত্রে কারীকুরী)
কত বাঁকা রৌপ্য রেখা চলে চিরিয়ে আঁধারে।
আকাশে কুসুম শ্বেত মালা গাথে বক-দলে।

রাজ। স্বরঞ্জিত নানারঙ্গে, কানন-দেবীর অঙ্গে,
প্রকৃতি পূরিয়া সাধ, সাজায়েছে কত ফুলে,
পার্ব্বনী দিবসে সখি, মা যেন করি যতন,
কুমারীরে অলঙ্কারে, করে ভূষিত আদরে।
কোমল শিউলি গন্ধ, মন্দ গন্ধবাহ ভরে।
বিমল প্রকৃতি মূর্ত্তি, করে মার্জ্জিত স্মনীরে
ভাবি আনন্দের দিন যেন ভাবিছে হৃদয়ে॥

স্বর্ণ। আপন নির্ম্মল শান্তিচ্ছায়া, দেখ তার মুখে।

[প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—প্রান্তরে, রাজপথে, বৃক্ষতলে।

(লক্ষ্মীঠাকুরাণী ও হেমাঙ্গবাবু পুষ্পনাথের বেশে প্রবেশ।)

হেম। ওরে আমার নংরা মন!
ভাঙ্গা হাল, ছেড়া পাল,
সিন্ধু-জলে তরি যেমন!

লক্ষ্মী। ওমা! লোকে এত মিথ্যাও জানে,—বলে পুষ্প মরেছে; এইযে গো পুষ্পনাথ।

হেম। অনেক্‌কে মর্‌তে দেখব, তবে মর্‌ব—এদুঃখের কপালে কি মৃত্যু আছে? একি বড় লোক, সুখী প্রাণ? ওরে আমার নংরা মন!—

লক্ষ্মী। মিথ্যা নয়, মহারাজের জ্বর হল, আর প্রাণ বেরল।

হেম। ব্রাহ্মণদিদি! এ তোমার যে রূপ খুলেছে, তোমার যে আমার মত শঙ্কর-জটা ছিল, ঐ পথের ধারে, ধূলি ঢাকা আগাছার বনের মত যে একটী ঝুড়ি মাথা ছিল, তা কে এমন বেশ করে দিলে? বল না দিদি! ঝুলি হতে দোক্তা খুলে দিব!

লক্ষ্মী। হায়! লক্ষ্মীপুরি! তুমি আমায় লক্ষ্মীর শ্রী দিয়েছ। রাজবালা দেবি! তোমার সকল আশা সম্পূর্ণ হোক—আমার আর দুঃখ থাকবে না। দেখ পুষ্পনাথ! প্রতিদিন তিনি আপনার হাতে, হাতির দাতের কাঁকুই দে, এই চুলগুলি বিন্যাস করে দিতেন, আর তেল—আহা তার কেমন বাস!—তা মাখ্‌তে দিতেন। আর রাজভোগ, যেন আইবড় ভাত খেতাম।

হেম। হেঁ গা, লক্ষ্মীপুর কেমন দেখ্‌লে, আমায় আইবড় ভাতের ভাগ দিলে না কেন?

লক্ষ্মী। সকল বলব—এইত আমাদের গ্রামের গাভী-গুলি দেখ্‌ছ—যেন ভাগাড় হতে উঠে এল। লক্ষ্মীহাটে যখন মহারাজার গো-শালা হতে গাড়ির হাঁসা বলদ, বোনাতের সাজ পরে, ঘণ্টা দুলিয়ে, সোণার শিঙ্গ হেলাতে হেলাতে যায়, পথ আলো করে, যেন বর বিবাহ কর্‌তে যায়।

হেম। দিদি বল্‌ব? বিবাহ কর্‌তে ইচ্ছা গেল না—আইবড় ভাত ত খেয়েছিলে?

লক্ষ্মী। দূর ক্ষেপা শুন—এই সন্ধ্যা হল, আর দাঁড়কাক, কালপেঁচা, ডমচিলের রবে কল্যাণপুর অকল্যাণরবে পূর্ণ হতেছে,—লক্ষ্মীহাটায় কাক আছে, কিন্তু তাদের রাজ-ভোগের ভাগ পেয়ে রঙ্গে জল হয়েছে—গলা কর্কশ নাই, কা, কা এমন মিষ্ট করে ডাকে। আর সেখানে কাল-পেঁচা নাই, সব লক্ষ্মীপেঁচা, চারিদিকে শঙ্করীর বাহন শঙ্ক-চিল, নীলকণ্ঠ, শারী, শুক, শালিক, কোকিল, সুখে আনন্দ-বাগে বাস করে। এতক্ষণ সিংহদ্বারে কেমন নওবৎ বাজ্‌ছে "খায় মুড়ি" "খায় মুড়ি" করছে।

হেম। আমায় চারটি টাট্‌কা মুড়ি দেবে না!

লক্ষ্মী। দেবেনা কেন? আমার সঙ্গে যাবে? দিব এক মুঠ।

হেম। থাম দিদি, আগে দেখে আসি চন্দদের গাঁজার নৌকা ঘাটে এল কি না।

ওরে আমার নংরা মন!
ডুবলে তরি, তৃণ ধরি,—
এড়াইবে তাই কি মরণ?

লক্ষ্মী। হেঁদে ফুল! একটী কথা শুন।

হেম। আমার নাম হল পুষ্প, উনি ফুল ফুল বল্‌ছেন—এক মুঠ মুড়ি—আর কত কথা শুন্‌ব?

লক্ষ্মী। দুই মুঠ দিব। (নিম্ন স্বরে) হেঁরে হেমাঙ্গ বাবু যে তোরে এত ভাল বাস্‌তেন, তা কোথায় গেলেন, তোরে সঙ্গে লয়ে গেলেন না?

হেম। তবে তোমায় বলি, প্রকাশ কর না, বাবু জলমগ্ন—

লক্ষ্মী। হায়! তবে হেমাঙ্গ বাবু নাই?

(ডমনি নিকটস্থ বন হইতে বহিষ্কৃত।)

ডম। ডুবলে আর বাঁচে ঠাকুরণ্?

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। পথে, রাত্রে যে গোপন কথা কইতে নিষেধ তার কারণই এই।

হেম। অনন্ত শয্যায় ছিলেন যখন।
লক্ষ্মী এসে সেবিতেন তখন।
এখন গোয়ালার ভাত গোষ্ঠে গমন।
নংরা মন! যখন যেমন তখন তেমন॥

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রাজবাটী।

(দর্পনাথ, শ্যাম, বাচস্পতি ও কর্ম্মচারির প্রবেশ।)

১ কর্ম্ম। কাযের কথা? মহারাজ! তার তথ্য করবার আবশ্যক রাখে না, যে কর্ম্মে যায়, কখন বিন্দু বিসর্গের ত্রুটি হয় না। "ন স্থান তিলধারয়েৎ," তিলার্দ্ধ দেরি করি না।

শ্যাম। বরং দুই একটি বেসী বিন্দু দিয়ে সংস্কৃত করেন, কি ব্যুৎপত্তি!

দর্প। হেমাঙ্গের গৃহ কি হস্তগত হয়েছে ?

১ কর্ম্ম। মহারাজ! প্রায় হয়েছিল, পদাতিক লয়ে তাঁর বারাণ্ডায় বসেছিলাম, মনে করেছিলাম গোপনে গোপনে কর্ম্ম সমাপ্ত কর্‌ব, তার অনুপস্থান দেখেও যাত্রা করেছিলাম; কিন্তু কাশীশ্বর বাবু অন্তঃপুর হইতে হঠাৎ বহির্দ্দেশে এলেন, তাঁর সেই আকর্ণ লোচন ঈষৎ রক্তবর্ণ, আর ভ্রূভঙ্গিতে, আমার কেমন একটি চিরকাল আশঙ্কা হয়, দেখিবা মাত্র প্রস্থান কর্‌লাম।

দর্প। তাঁকে দেখে তোমার ভয় কেন ?

শ্যাম। রামের নাম শুনে ভূত পালায় কেন ?

দর্প। তবে সকলই নিষ্ফল ?

১ কর্ম্ম। নিষ্ফল নয়—নদীর উপর সেই হেমাঙ্গ বাবুর সুখের প্রমোদ ভবন দ্রব্যাদিসহ অধিকার করে এলাম—তা গোপনে গোপনে, কোন লোক জান্‌তে পারে না, মহারাজ, এ ভৃত্য ত!

দর্প। এক্ষণে প্রমোদ-ভবনের অবস্থা কেমন ?

বাচ। মহারাজ! "লক্ষ্মীর শ্রী" আন্তরিক অবস্থার সহিত বাহ্যিক রূপ সদা সমভাবাপন্ন, সেই জন্য শ্রীভ্রষ্ট উভয় অর্থেই সমান প্রয়োগ হয়ে থাকে। সেই যে উজ্জ্বলকুঠী, যার কান্তিতে নদী-নীর পর্য্যন্ত আলোক-বিশিষ্ট হত, যার চতুঃপার্শ্বে সুন্দর-কুসুম-পূর্ণ বৃক্ষ-শ্রেণী, কুঞ্জ-লতার শোভাতে সকলের মন আকৃষ্ট হত, সকল তরীকে একবার গতিরোধ করে দেখ্‌তে হত, সে সব এখন মলিন, নীরস হয়েছে।

দর্প। সেই জলোপরে গোল কুঞ্জ-গৃহ ?

শ্যাম। সেই কুঞ্জ, মহারাজ! যা একবার বন-ভোজ-নের সময় দেখে এ পর্য্যন্ত ভুলেন নাই, যার হরিত নব নব পল্লবগঠিত প্রাচীর, সকল ঋতুতে সমভাবে রস-পূর্ণ থাক্‌ত, যার স্তম্ভে সেই ব্রজ-লীলার পটশ্রেণী নয়ন শীতল কর্‌ত; যার মধ্যে সেই একটি চিত্র,—এক দিকে ত্রিভঙ্গ শ্যাম, মধ্যে ময়ূর নৃত্যশালী, অন্য পাশে ব্রজ-রাজ-কন্যা স্বহস্ত-ন্যস্ত-বন-মালা হস্তে অগ্রসর, যার ললিত ভ্রূযুগল, সলিল-মগ্ন-পদ্ম-পর্ণবৎ-আয়ত আঁখি যেন নিম্নে বক্ষের কোন ভারে অবনত, সেই বক্ষ-যুগল, নীলাম্বর উৎপীড়নে যেন শ্যামমুখ, শ্যাম বক্ষ লগ্নে উদ্যত, সেই উন্নত সূক্ষ্ম-শির, ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ-কলেবর চিকণ-বস্ত্রাবৃত মন্মথের তাম্বু-যুগল-স্বরূপ অঙ্কিত বিকচ কুচ-দ্বয়, সেই পটটি যাহা বৈকুণ্ঠবাসী শান্তি বাবু রাজস্থান হতে চয়ন করে এনেছিলেন, যার চিত্রিত তরু-শাখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখিগুলি ভ্রমে বস্‌তে চেষ্টা পেত, সেই আরসীমালা যার গর্ব্ভে ভৃঙ্গগণ আপন আপন ছায়ার সহিত উড়ে উড়ে দ্বন্দ্ব কর্‌ত, সেই সারি সারি রঙ্গের কাঠি, স্তম্ভ বেষ্টিত মমের পাতা, মমের মালা, সকল জর্জ্জরিত হয়েছে, লতা পাতার কারিকুরি কম্‌নে কুটি-কুটি হয়েছে, অলঙ্কারের প্রস্থ একবারে খসেছে। মহারাজ! কেবল ঠাট খানি দাঁড়িয়ে আছে, তাও ঝড়ে কড় পাতলেই হয়।

দর্প। আহা! অল্পদিনের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন! সামান্য সামান্য কারণে এমন গুরুতর ঘটনা!

১ কর্ম্মচারী। "যাদৃশ ভাবনা তাদৃশ সিদ্ধি।" "ঠাকুর

ভাল করুন" কর্ম্মের ত ফলভোগ করতে হবে, গুরুজনের বাক্য অবহেলা! সে কুঞ্জ-গৃহে ঘুগুর পর্য্যন্ত বাস হয়েছে।

শ্যাম। আর তোমারও পদার্পণ হয়েছে।

১ কর্ম্মচারী। তা যা বল, আমি শত্রুর শেষ রাখিনা, দুঃখের মধ্যে এই, যে হেমবাবুর তত অলঙ্কার, হার, অঙ্গুরীয় তার কিছুমাত্র হস্তগত হল না, বোধ হয় কাশীশ্বরবাবু পূর্ব্বে হস্তান্তর করেছেন।

শ্যাম। এ মিথ্যা আরোপ কর না, কাশীবাবুর দোষ থাক্‌লে থাক্‌তে পারে, সংসারে কার নাই? কিন্তু শত হীন-দশা হলেও তিনি হেমবাবুর দ্রব্যে হস্ত দেবেন একথা বিশ্বাস করি না।

১ কর্ম্ম। রাখুন আপনার কাশী-মাহাত্ম্য, আমি যা দেখ্‌লাম শুনুন।

শ্যাম। তবে "উচ্ছব-গীতা" শুনা যাক—উবাচ।

১ কর্ম্ম। রহস্য নয় প্রভু! যে সকল দ্রব্যের কথা শুন্‌তাম, তার শত অংশের এক অংশও দেখ্‌লাম না।

বাচস্পতি। কমলা চঞ্চলা হলে আর তাঁর দ্রব্য থাকে?

শ্যাম। যখন আসেন তখন আসে, যখন যান তখন যায়।

বরিষার জলবিন্দু সম, ধনাগম,
এই ত আকাশ শূন্য, শূন্যময় ভাব,
খর করপুঞ্জে, কভু তপ্ত তাপরূপী
নয়ন পীড়ক মরীচিকা ভরা; কোথা হতে
ক্ষণেক অন্তরে, বিন্দু বিন্দু বারিবৃন্দ,
সরস সলিল রাশি, প্রচুর নির্ঝরে

ঝরে স্নিগ্ধধারে শুষ্ক মহী-তলে,
বিস্তারিতে শুষ্ক অঙ্গে সুন্দর যৌবন—
প্রাচুর্য্য বর্দ্ধিতে তার, নব শস্যদলে
শোভিতে উরস তার প্রফুল্ল কমলে।
আবার শরদ শেষে শুকায় সে ভূষা,
খসে সে কমলরাশি নীরস আকারে,
কে জানে কেমনে যায়,—কোথায় বা যায়—
রাশি রাশি জল, চারু জলাশয় শোভা,
সুগন্ধ, সুসজ্জাহীন শুষ্ক পুনঃ মহী।
প্রকৃতির এই রীতি, যুগে যুগে যাগে
ঘুরায় জগতে যেন চঞ্চলার চাকে।

১ কর্ম্ম। রাখুন আপনার চাক—আপনার চঞ্চলা। ও কাযের কথা নয়। টোলে শিক্ষাধারী ছাত্রদের শিক্ষা দিবার, শ্রাদ্ধের সভাতে ব্যাখ্যা করবার কথা! একটি কথা স্মরণ করে দিই—ঋণের শেষ, পীড়ার শেষ, শত্রুর শেষ কখন রাখ্‌তে নাই।

[প্রস্থান।

(পত্রহস্তে গদার প্রবেশ।)

দর্প। (সুরনাথের পত্র পাঠ) "হিন্দুসৈন্যের অনুরোধে উভয় পক্ষ পূজার সময় রণে ক্ষান্ত হওন সংবাদ পূর্ব্বে লিখিয়াছি, গত রাত্রে অবিশ্বাসী পাঠান, হঠাৎ রাজা দলপতি সিংহের শিবির আক্রমণ করে, আমার দলের সহিত যুদ্ধে বীর-সা পরাস্ত হয়ে প্রস্থান করিতে

বাধ্য হয়, সমস্ত রাত্রি অশ্বদল সহ ধাবমান হইয়া গঞ্জ কাটয়ার নিকট হইতে সপ্তগ্রামে আসিয়াছি। এক্ষণে সমস্ত নিরুদ্বেগ, রাজপোত পিয়ারা বেনুতে এখান হইতে মুরসদগঞ্জ পার চণ্ডীতলা পৌঁছিব। পরে বাটীগমন।" নৌকা পথে, তাতে ঝড়ের সম্ভাবনা।

গদা। বলি হে রাধা রাণি! রাজসংসারে সকল সুখ হক—তা এক একটি ভাবনা কোথা থেকে আসে—কুমারীদেবী এ কথা শুনলে বড় অসুখী হবেন। কহে কবি কালিদাস—

" অতিবড় ঘরণী না পায় ঘর
অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।"

দর্প। চুপ রাও দুষ্ট। তোর এ কথা কেন?

গদা। মহারাজ! রামগঙ্গা, আমার সত্য বল্লেও সত্য, মিথ্যা বল্লেও সত্য,—যেমন শুনি, তেমন বলি।——

বাচ। এখন যুদ্ধসমাপ্তির সহিত সকল ভরসা সমাপ্ত হল, অর্দ্ধোদয় যোগ আগত—মহাশয়ের আদেশমত একবার ৺গঙ্গাস্নানে যাত্রা করি। (স্বগত) গতিক মন্দ, এখন সুরনাথ বাবুর জয়—তাঁর অনুসরণই কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

শ্যাম। রণবীর যাত্রা করবার পূর্ব্বেই আমায় তার সঙ্গী হতে হবে—কার ভাল, কার মন্দ।

[প্রস্থান।

দর্প। (স্বগত) এইত নিয়ম চির! কেহ চড়ে, পড়ে
কেহ পাশে, কেহ খল খল হাসে দূরে,

কেহ হামাগুড়ু দেয় ভবের বাজারে।
কেহ শান্তি-নিকেতনে সুখের আশ্রয়ে
বিনা উপাসনা, লভে সৌভাগ্য সুন্দরী,
না জানে আশার ছলা, চিন্তা চক্‌মকি।
কেহ, ভব-নদী তীরে যত্নে তরী করি
টানাটানি, গলদ্ঘর্ম্মে যায় গুণ ধরি
উজান বহিয়া দিবারাতি, কাদা কাঁটা
লতা ভাঙ্গি, জীবন নীরের স্রোত কাটি,
চলে, যথা দেখা যায়, লক্ষ্মীর বন্দরে
ভাণ্ডার, প্রচুর জ্বলে বিভব-প্রভায়।
হঠাৎ উঠিয়ে ঝড় ছন্ন করে গুণ,
সঙ্গে সঙ্গে ভাসায় হুড়কা হুড়হুড়ি,
যথায় আরম্ভ গতি তথা পুনঃ তরী—
লাভ মাত্র ছন্ন ডোর ধরে টানা টানি॥
কত প্রিয় অভিপ্রায় বিফল চেষ্টায়,
সুযোগে যে যার যোগ্য ভাগ্যেতে মিলায়!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—দর্পনাথের অন্তঃপুর।

(অভয়া ও দর্পনাথের প্রবেশ।)

অভ। কয় দিন থেকে তোমায় বিষণ্ণ দেখ্‌ছি, একবারে যেন সংসারত্যাগী—কথাবার্ত্তা রহিত।

দর্প। স্ত্রীলোক, কি জানবে, আমায় যা ভাব্‌তে হতেছে, আমিই জানি।

অভ। পুরুষের সংসারের চিন্তা সত্য, কিন্তু শুন্‌তে দাও, স্ত্রীলোক বলে এত হতশ্রদ্ধা? ভগবান ত আমাদের শুন্‌তে কর্ণ দিয়েছেন।

দর্প। কি শুন্‌বে, কটি কথা বল্‌ব, নানা চিন্তা।

অভ। কার দোষ দিব?

সন্দিগ্ধ মনের দশা এই, স্থির চিত্তে
যে কার্য্য করিতে হয় কর; পাপ, হত্যা,
কলঙ্ক বা শোণিত-প্রবাহ, তুচ্ছ ভাবি
মনে, উদ্দেশ্য সুদৃঢ় সাধহে যতনে।
ডরিলে অধর্ম্মে মর্ত্ত্যে গৌরব‍ কে পেত?
সিহরিলে রক্তস্রোতে জয়ী যোদ্ধা হত?

দর্প। আমার কি জয় না হবে–জয় হতেই হবে—

অভ। একথা শুন্‌তে ভাল।

দর্প। আর কি? যে কথা সেই কায।

অভ। বেদব্যাসের বচন, তাই বচন লিখে মুখ চূচ্চুড়—

দর্প। না গো, মুখ শুষ্ক হবার কারণ আছে? কেবল ক্ষণ-শান্তি ভোগ আশায় নয়, রণবীর যথার্থ যুদ্ধে জয়ী হয়ে প্রত্যাগমন করতেছেন।

অভ। হায় কপাল! (স্বগত) ঔষধ সেবনের প্রতি আমার দৃষ্টি রাখা উচিত।

দর্প। আমায় রণবীরের আহ্বান জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত, সুকুমারকে চণ্ডীতলার ঘাট পর্য্যন্ত অগ্রসর করি,

তথা হইতে যথোচিত সমারোহে ক্লান্ত রণবীরকে গৃহে আনিবেন।

[প্রস্থান।

অভয়া। আর কি উপায় নাই! কোথা সেই দুরাত্মা হেমাঙ্গ! যদি একবার নিযুক্ত পত্র তাহার সাক্ষাতে হবার কথা স্বীকার হত, সকল আশা সফলও হত, আমিত অবশ্যই রাজমাতা হতাম; সে লম্পটের নাশই যুক্তি, সে ত অনেক কথা জানে, সে ত প্রস্থান করেছে, না জানি যুদ্ধ ক্ষেত্রেই বা গেল, রণবীরকে সকল কথাই বা জ্ঞাত করে দিলে তাহার প্রতিপত্তির মূলচ্ছেদ করা উচিত।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রাজবাটী, অন্তঃপুর।

(রাজবালার প্রবেশ।)

রাজ। প্রাতঃকালে যতক্ষণ এই পক্ষি-নিচয়ের মধ্যে থাকি, দিব্য আনন্দ বোধ হয়। সকল পক্ষীগুলি নবসূর্য্য-কিরণে কেমন ক্রীড়াতে মত্ত হয়েছে। কেবল প্রিয় শুককে দেখছি না কেন? পরিচারিকা কি তাকে গৃহ হতে আন্‌তে ভুলেছে?

(স্বর্ণলতার প্রবেশ।)

স্বর্ণ। বেস! যেন উভয়ে এক পরামর্শে একবারে-গাত্রোত্থান করে, পক্ষী-শালে এসেছি। এক কারণে কি পৃথক কার্য্য হয়?

রাজ। ভূমিকার প্রয়োজন নাই, এত চঞ্চল কেন সখি! তোমার মুখ দেখে আমার বুক কাঁপ্‌ছে। কোন অমঙ্গল চিহ্ন দেখছি, বল সখি শীঘ্র।

স্বর্ণ। দেবি! একি? বায়ুশ্বাসে চম্‌কিলে কি হবে? আর কি কেহ ভালবাসে না? আপনার মুখ এত রাঙ্গা হল কেন? সকল অঙ্গের রঙ্‌ ঘন হয়ে যেন ঐ খানে এলো।

রাজ। কপাল যেন বিদীর্ণ হলো, আরও বৃদ্ধি হবে, সখি, শীঘ্র কহ কিছু সংবাদ এসেছে কি ?

স্বর্ণ। তা বল্‌তে পারি না।

রাজ। তবে কি ? কি জ্বালা, তবে কি জ্বালাতে এলে ?

স্বর্ণ। (স্বগত) শুকের সংবাদ থাক্‌ল।

জ্বালা নয় সুস্থি, আমি ব্যস্ত হয়ে এসেছি, লক্ষ্মীঠাকুরাণী এই অর্দ্ধোদয় যোগে ত্রিবেণী যাত্রা কর্‌বেন, সপ্তগ্রামের রাজবাটী হয়ে যাবেন, পত্র দিবে ত ত্বরা করুন, সেই পত্রখানি দেন, ঘরমুখে পথমধ্যে ক্লান্তবীরের সান্ত্বনা স্মরণ উভয় হবে।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। দেরি হতেছে। এদিকে রাঙা মুখ ক্রমে প্রখর হতেছেন।

[রাজ ও স্বর্ণের প্রস্থান।

নেপথ্যে। পরি ? প্রাতঃকালে আর অমঙ্গল সংবাদ শুনিওনা, ভাল শুকপাখী আনিয়ে দিব।

(অভয়ার প্রবেশ।)

অভয়া। ঠাকুরুণ, তুমি যে অতি পরিষ্কার হয়ে বেরিয়েছ ? সুন্দর দেখিয়েছে।

লক্ষ্মী। লেপিলে মাজিলে ঘর,
পরিলে সাজিলে বর।

অভয়া। উপমা ছাড়া কথা নাই, তা, মুখে যা বলি অন্তরে তোমায় যথার্থ ভালবাসি। গঙ্গাস্নানে যাবে, পথের সম্বল কিঞ্চিত লও। (মুদ্রাপ্রেরণ।)

(অভয়ার দাসীর প্রবেশ।)

দাসী। এই দুইখানি পত্র লয়ে যাও, একখানি কুমারী দেবী আর একখানি—

অভয়া। তা, আর অধিক বল্‌তে হবে না, ঠাক্‌রুণ সাবধানে লয়ে যাবেন—

[লক্ষ্মী ও দাসীর প্রস্থান।

(স্বগত) বিরোধের একমাত্র জীবিত কারণ,
একক‌ন্যা রাজবালা, সম্ভোগ কাননে
যেন বিষধরতরু—সকলের ভাগী;
সচ্ছন্দ কুসুমে জাগে এক উগ্র কীট,
বিরাম শয্যার বালী অন্তঃ সুখে, শূল।
অন্তর্হিত হলে তাহা, সুকুমার মম
জীতাংশের অধিকারী, এ রাজ্যের প্রভু!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রাজবালার শয়নাগার। কাল—নিশা।

(রাজবালার ও পরিচারিকার প্রবেশ।)

রাজ। দিয়াছিল বিষ তবে কেহ কি আমায়?
পরি। ঠাকুরাণি! আছে তার, দুইকথা আর?
রাজ। কেমনে মরিল শুক মোর—

পরি। সে ঔষধ,
কে জানিত বিষ ? কৌটাহতে দিয়াছিনু
তারে অহিফেণ ভ্রমে।
রাজ। কি সুখ এ গৃহে ?
পরি। বিহঙ্গী শিশুর যেন সাপিনীর গ্রাসে।
রাজ। আছে কি উপায় ?
পরি। দেবি! আজ্ঞা দিলে যায়
চণ্ডী-তলায়, সে সিদ্ধ বেদী হতে, লয়ে
আসি, গোপনে, ত্বরায়, অব্যর্থ ঔষধ,
ফলবতী হবে তাহে, এই ত সময় ;
খলের কুতন্ত্র ব্যর্থ করিব নিশ্চয়।
রাজ। ঔষধে কি ফল হবে বিনে দরশনে ?
পরি। পীঠ দরশন, বেদী পরশন, সত্য
প্রকরণ—কিন্তু তাহা তব সম্ভবে কেমনে ?
রাজ। কেননা সম্ভবে ? সেই স্থানে প্রাণনাথে
লভে, উভয়ে মিলিয়ে, দেখিব দেবীরে ॥
আসিবে নিশাতে এই, তরী চণ্ডী-তলে,
রাহু-চক্র হতে চল চাঁদের মণ্ডলে।
পরি। কেমনে অবলা, দেবি! এ সাহস তব ?
ভূতলে খসিয়ে যদি পড়ে কলানিধি,
কত লোক কত দিগে ধায়, কত দ্বন্দ্ব
হয় চারি পাশে, কহ, তার অংশুভাগে ?
কে না তার অংশ চাহে, আলো দিতে গৃহে ?
কিম্বা যদি রত্নাকর গুপ্ত রত্ন-চয়

ছড়িয়ে ফেলিয়ে দেয় মহীর উরসে,
লোভের কি আঁখি ক্ষান্ত থাকে তা দেখিয়ে?
ভাঙ্গা ভাঙ্গি, ক্ষয় লয়, হয় হাতে হাতে।
তেমতি তোমার অঙ্গ নহে বহির্দ্দেশে
পারিলে নিষাদ ছাড়ে মৃগীরে ধরিতে?

রাজ। কি সুখে রতন থাকে গুপ্ত খনি তলে?
কি সুখে কুসুম ফুটে দূরে বনতলে?
কি সুখে পাপিয়া স্বরে নির্জ্জন কান্তারে?
কেন চাঁদ আলো করে তুষার-নির্ঝরে
নয়ন-বিহীন শিলাময় শৈল শিরে?
সুন্দরতা সৃষ্টি কেন, সম্ভোগী না হলে?
নাহি মেঘ? নাহি নিশা? মোরে আবরিতে,
নাহি দৃঢ় মন মোর হেলাইতে ভয়,
নহে কি উদার প্রেম মোরে পাখা দিতে?
চল তবে——

পরি। আপত্তে কি কায? দিই সাজ—
যে বসন সাজে দেবি! পতির পালঙ্কে
বসন্ত নিশায়, কহ কি সুখ তাহায়
হেমন্তে বিরহী যবে কম্পিত শীতলে?
কোমলতা সাজে ভাল পতির নয়নে,
সাহসী পুরুষ ভঙ্গি অরিব সুমুখে।
পর পুরুষের বেশ বসন উপরে
কত সজ্জা ত্যজেছেন প্রাণকান্ত তব,

(একটি বাক্স খুলিয়া)

লও এ উষ্ণীষ শিরে, রাধিকা রাজার
বেশে, চল, চমকিব রসিক রাখালে॥ [প্রস্থান।

রাজ। ত্যজেছি সকল অলঙ্কার—লই কিন্তু
এই কণ্ঠি গলে (সদা প্রাণসম প্রিয়)
শোভে যে ইহার মাঝে, নাথের মুরতি।

(পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ।)

পরি। এ কে? একি রাজ দিদি? কিম্বা নাথ তাঁর?
কৈ? তাঁর কি বক্ষ এত উন্নত দেখায়?
কৈ বা সেই নব লোমরাজি শ্মশ্রুদেশে?
কে জানে কাহারে দেখি, ঢুলি নিদ্রা ঘোরে।

রাজ। কত নিশা হইল এখন?

পরি। কানপেতে
ছিলাম, ঘড়ির-গৃহ পাশে—ধর্ম্ম-ঘড়ি
বাজিল এখনি—যেন মহাকাল আসি
মুদ্গার লোহার লয়ে মারিল নির্দ্দয়
একাদশ ঘাত তেজে, নিশার উরসে
জাগ্রত রাখিতে তারে স্বীয় কর্ম্মে যেন;
খাটে রাত ভোর সেত মার খেয়ে খেয়ে।

রাজ। কেহ কি আছে জাগ্রত?

পরি। নিশা, আর
নিশার বাতাস ভিন্ন, নিদ্রিত সকলে।

রাজ। এই ত সময় তবে চল ধীরে ধীরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

(রাজবালা ও পরিচারিকার প্রবেশ।)

রাজ। কোথায় এলাম! গৃহ ত্যজিয়ে প্রান্তরে।

পরি। পঞ্চক্রোশ ব্যাপ্তি গ্রাম আশ্রয়বিহীন
“ চামুণ্ড-তলার মঠ ” এই, বাম পাশে
দেখুন ঐ স্থূলকায় চণ্ডীর মন্দির,
দাঁড়ায়ে আঁধারে একা প্রহরী ভীষণ—
পাশে তার, নদী তটে, ছড়ান শ্মশানে
নরমুণ্ড, অস্থি-অংশ, অঙ্গার রাশির
শিরে, শ্বেত ফোটা ; রেখা, নিশার বসনে।
কি গভীর নিশা! মাংসাহারী শিবাচয়ো
ভয়ে যেন রয়েছে নীরব ; পূর্ণ-প্রায়
নদী-নীর, তামসী বসন ঘোর, করি
চির চির, দেখ, ধায় কল কল রবে ;
হাসিছে শমন যেন শব কুলে মিলে—

রাজ। কোথায় বাহকগণ ?

পরি। দেবালয় বামে
বৃদ্ধ বটতলে, শ্রান্তি হরে, নিদ্রা কোলে।

রাজ। জাগাও সকলে ধীরে ধীরে—

পরি। মিষ্ট স্বরে
কর্ত্তব্য-অবোধ জন, বশীভূত করে ?

রাজ। কথা, স্থির হয়ে শুন, কহিছে কে যেন
কানে কানে।

পরি। কি শুনিব ? সুস্থির সকল,
পত্রোপরে, শ্বাস ফেলে, অনিদ্রা পীড়িত
বায়ু ঢুলাইছে লঘু শাখে।

রাজ। শুন পুন:—
না লো সখি, প্রবেশিছে কর্ণে মোর, দূরে
নর-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত পষ্ট পষ্ট বাণী।

পরি। মিলিয়ে কল্পনা ভয়ে করিছে ছলনা।
পুরাণ দ্বারের ছিদ্র, বটের কোটরে
কিম্বা, কেটে চলে বায়ু স্বন্ স্বন্ স্বন্,
মন দিয়ে শুন—সব সুস্থির আবার।

রাজ। নিস্তব্ধ নিবাড় মৃত্যু-মূর্ত্তি সম—কিবা
ভয়ানক ! একি কাল কলেবর ! একি
পুরাণ মণ্ডপস্তুপ ? কিম্বা ঘনীভূত
আঁধারের চাপ ? স্থূল, খর্ব্ব, গ্রন্থি-বদ্ধ
স্তম্ভ শিরে লয়েছে কি ভার ; খিলানের
ভরে যেন, কুঞ্চিত সবার অংসভাগ—
কাল খিলানের তলে, আরো কাল, ঢুলে
ওকি চর্ম্মচটী, বাতুলির শ্রেণী ? মাঝে
মধ্যে মধ্যে পরস্পর পক্ষ পট পটি—
তলে ও স্বরিল স্বর কার ? যক্ষ্মাক্ষত

কণ্ঠে, ভগ্ন কুম্ভ ঘন ঘাতে যেন ; ঐত বেদী
শোণিত-শোষক—কালে কালে নরবলি—
(প্রতিধ্বনি "নরবলি")
কে কহিল কথা, ওলো! ধর মোরে—ডরি
আপনি আপন স্বরে—চল লো সত্বরে।

(দুই জন দস্যুর প্রবেশ।)

১ম দস্যু। কে আছে হেথায় ? (নিরুত্তর)
২য় দস্যু। কহ কে আছে হেথায়-
১স্বর। অন্ধকার—
১ম দস্যু। আর ও কে
১স্বর। দক্ষিণা বাতাস।
১ম দস্যু। কথা কহে কে ও ?
পরি। একানড়ি জুজুবুড়ি!
১ম দস্যু। পড়ে বাড়ি।
২য় দস্যু। খায় রক্ত তবে ঘাড় মুড়ি।

(অন্ধকারে যষ্টির আঘাত।)

পরি। কে জানিত দস্যু এরা প্রাণ-হন্তারক ?
রাজ। স্তব্ধ ধর সখি, না হলে এখনি
আশার সমাপ্তি প্রাপ্তি হবে দস্যু-হাতে।
পরি। এস মোর কোলে দেবি, বসন ভিতরে,
কি আছে আমার আশা জাগ্রত সংসারে ?—
পুরাতন অস্থিচূর্ণ হক যষ্টি ঘাতে
কিম্বা ধরি দস্যু পায়ে তোমায় রক্ষিতে।

রাজ। নৃশংস কালের যারা সাক্ষাৎ করণ
বিনাশ জীবিকা যার, তার হৃদে দয়া?
বিষ হতে বেঁচে, দস্যুহস্তে হল শেষ,
তৃণ সহ মিশিবে কি শরীর প্রান্তরে?
কোথা আশা! কোথা প্রেম! কোথা প্রেমময়!

১ম দস্যু। আঁধারে কি ঝকে দেখি, ফণি-শিরে মণি?
সেই যে তারা খসিল, পড়িল এখানে?
শিশিরের বিন্দু একি দূর্ব্বাদলে জ্বলে,
বাঘের নয়ন কিম্বা রস-দীপাকারে?
যা হক জানিব আমি যষ্টির আঘাতে।

২য় দস্যু। পশু, তারা, মণি, ফণি কে না চূর্ণ চোটে?

পরি। (ধীরে) তাই ত, কণ্ঠিতে রত্ন-জ্যোতি আলো করে।

রাজ। আবরি বসনে কিম্বা ছিন্ন করি করে (ছিন্ন করিয়া বক্ষঃতলে।)
থাক্ এ নাথের মুর্ত্তি হৃদয়ের তলে
অন্তঃশয্যা হল ভাল এমন সময়ে। (ধীরে)

(যষ্টির আঘাত।)

পরি। হইল শ্মশান মোর থাকি এই স্থানে (যষ্টির আঘাত।)

রাজ। এই কি হইল শেষ প্রীতির সন্ধানে?
নাথের সজ্জায় তবে চলি অন্তঃপুরে,
এও ত সান্ত্বনা ভাল মৃত্যুর সময়ে,
মম সজ্জা দেখে মৃত্যু যেন ভুলে তারে
বালায় লইয়া মরি রিষ্টভঙ্গ করে।

(যষ্টির আঘাত, নিস্তব্ধ।)

১ম দস্যু। থাক্ তুই এই খানে মরে যদি ভাল—

২য় দস্যু। না হলে ?

১ম দস্যু। নদীর দহে নিক্ষেপ করিও।

[প্রথম দস্যুর প্রস্থান।

(রাজের তন্দ্রাবশে স্বপ্ন।)

সুর। কেন এ প্রান্তরে তুমি ?
মম বক্ষ হতে ভূমি
কিম্বা তৃণ-শয্যা ভাল,—একি তব সাধ ?
যাও প্রিয়ে ফিরে ঘরে,
দেখিবে মোরে সত্বরে,
বস্ত্রে বান্ধা স্বর্ণ হারা, একি পরমাদ ?
যাও যাও ফিরে গৃহে।

রাজ। (জাগ্রত) একি শুনি নাদ ?

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

স্থান।—উল্লিখিত প্রান্তর, নদীর অপর কূলে, লতা জঙ্গলে।

(পবন ও প্রথম দস্যুর প্রবেশ।)

পবন। কেমন জাল গুড়ালে ?

১ম দস্যু। আজ ভাই, " বাম শিয়ালি" করে বেরিয়েছিলাম !

পবন। তবে মাছি লাগে নাই ?

১ম দস্যু। এমন ঘাটে কি যায়? চক্‌মকি ঝাড়—(মশাল হস্তে।)

পবন। জাল খুলি (খুলিয়া) হির্-রে !

ঝিঙ্গে ফুল কাঁকুড় কাঁকুড় ! (বগল বাদ্য)
ঝিঙ্গে ফুল কাঁকুড় কাঁকুড় !
এ যে বড় বস্তা——

১ম দস্যু। কবে ছট আনি ? কি মালই হাতে এসেছিল— অন্ধকারে গাছের ছায়াতে দুই তিন বাড়িতে কর্ম্ম শেষ করলাম। একটি চৌপালার কাছে দুটি লোক ধীরে ধীরে কথা কইতেছিল—আর কারেও দেখলাম না।

পবন। বাম শিয়ালিই ত !

১ম দস্যু। গাছের ছায়া হতে আনলাম, সকল সাজ একে একে খুল্‌লাম, একটি যে মুত্তি দেখলাম, সে কি সুন্দরী কণে, না ঘোর বাবু, কিছু ঠিক হল না, যেন হিঙ্গুলে পুতুল। দেখ, যখন আঙুল হতে আঙ্গঠি বের করলাম বোধ হল যেমন পদ্ম-কুঁড়ি টিপে চাল খেলাম ; সেই সিন্ধমুখে যেন গোয়ালাদের ননির তালে হাত পড়েছিল তেমনি কোমল। ভাই, এত দিন যে এ কায করতেছি, তা আঁধারে তার মুখের আভাস দেখে মায়া হল, মাইরি দাদা, তা মরে গেছে আর কি হবে, ফেলে দে চলে এলাম।

পবন। থাম, ভাগ করি। (আলো লইয়া) ওরে মূখ্য কি করেচিস—চিরকালের অন্নে জল দিলি, কি নিমক হারাম তুই ?

১ম দস্যু। কি রে ?

পবন। হায় হায় সর্ব্বনাশ! আর কি কান্দে মাথা থাকবে, হাত কামড়ে মরি—দেখ্ দেখ্ এ সব সাজ আমি চিনি। সুরনাথ বাবুর যে চির অনুচর—এ পাগড়ি তাঁর—এ আঙ্গটি তাঁর—এ চোগা তাঁর—হায়!

১ম দস্যু। আমার যে বুক দুদ্দুর করে উঠল ভাই!

পবন। মরে গেছে ?

১ম দস্যু। আমার লাঠিতে কে কবে বাঁচে ?

পবন। কেহ তার সঙ্গে ছিল না ?

১ম দস্যু। জন প্রাণী না। যারা ছিল হইত প্রথম ডাক শুনে পালিয়েছে।

পবন। চল সেই খানে।

১ম দস্যু। নদিতে যে ফেলে দিতে বলে এসেছি।

পবন। দউড় তবে—না হয় ডোঙ্গা বহে যা।

১ম দস্যু। তুমি হাঁক মার—শীঘ্র তাল গাছে উঠ।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

স্থান।—উল্লিখিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

(দ্বিতীয় ও তৃতীয় দস্যুর প্রবেশ।)

২য় দস্যু। মনে করেছিলাম প্রাণপুরুষ বেরিয়েছে, তা নয়, শুয়ে শুয়ে দেখছিলাম বুড়ি লড়েছে।

৩য় দস্যু। কর্ম্ম শেষ করে চলে গেলে হয়। অত সন্ধানে কায কি ভাই। আমি ক্ষুদ্রটিকে লই (রাজবালাকে তুলিয়া নদী-তটে দণ্ডায়মান।)

২য় দস্যু। বুড়িকে আমি তুলি। (পরিকে লইয়া)

৩য় দস্যু। ফুলের মত! এত শোলার পুতুল; কাঁড় বাঁশের তীর, বাটুলের গুলিওত এ হতে ভারী; নদী পার করে ফেলতে পারি। এখন জলে শুয়গে, বাবু হয়, বাবুর কন্যা হয়, বাপের ঘর যাও, বা শশুর ঘরে যাও, ঐ খানে থাকগে, জলে জল, মাটিতে মাটি, মিশাও গে। (রাজ-বালাকে নিক্ষেপ।)

(প্রথম দস্যুর নদীতটে প্রবেশ।)

১ম দস্যু। (রাজবালাকে ধরিয়া) ঠিক সময়ে এসেছি, ভাগ্যে ত বার হাতি লাফের চালে চলেছিলাম! থাম, থাম, থাম মূখ্য, কোথা দহ, কোথা বালির উপরে ফেলেছিলি? সকলে বোঝা ফেল—সর্দ্দার আস্‌ছে।

রাজ। (স্বগত)

জীবন মৃত্যুর মাঝে, দস্যু হস্ত দিল?
বিপদ-তামসি কাল, বর্দ্ধিতে কি এল?

(পবনবীর দীপহস্তে প্রবেশ।)

পরি। (চক্ষু ঈষৎ মেলিয়া) কারে দেখি, পবনা নয়?—
বর্ব্বরে পবনা বীরে! তোর কাণ্ড এই?
রে, পোড়ার মুখ, ছার কপালে, পড়ুক
হুড় হুড়ে মাথে তোর—পারিস এখনো

যদি, মার মোরে—কিন্তু দেখ কে ঐ—যার
অন্নে তোর মোর দেহ, আণ্ডা বাচ্চা পালা।
মার, কিন্তু ধর্ম্ম আছে, আর দর্প রাজা,
করিবে তোমার মুণ্ড চূর—কেটে কেটে
লুণ দিয়ে মাংস তোর খায়াবে শৃগালে—
নির্লজ্জ, লবণচোর, সাপিণির পও
কথা না ফুরাতে, ভগীরথা হক তোর!
দেখিলাম সন্ধ্যা কালে, তোরে, লক্ষ্মীহাটে,
কেমনে আইলি তুই, লেঠেলের ঘাটে?

পবন। পায়ে ধরি, সত্য করি, দোষ দিও পরে,
নির্ব্বোধি দাম্বালে সবে, ডুবাইল মোরে,
ক্ষমা কর, কহ দেবি—

পরি। কি কহিব তোরে,
মেরেচিস প্রাণে বুঝি কুমারী দেবীরে।

পবন। নয়ন মিলিয়ে মাগো আমায় আশ্রয়
দাও দয়া করি—ভয় নাহি, ভয় নাহি,
চির ভৃত্য আমি—যদি কপটে ঘুমাও,
আপনি আপন হাতে মরিব এখনি—
যার অন্নে দেহ তার কবে মন্দ ভাবি?

পরি। স্থির হও, দূরে যারে, অগ্রে দেখি আমি
উঠ, উঠ, যদি পার, নিদ্রা ভাঙ্গ, দেবি!
নিদ্রার মূর্চ্ছার মূর্ত্তি মৃত্যু সম চির,
না ভাঙ্গিলে, নিদ্রা, মূর্চ্ছা, মৃত্যু হয় স্থির,
উঠ, উঠ দেবি, যদি পার নিদ্রা ভাঙ্গ—

ফিরেছে প্রকৃতি, কাল কান্দে মৃত্যু দেখে—
তপ্ত অনুতাপে দস্যু, হরণ করিয়ে—
কেন না ফিরিবে প্রাণ তব মৃত দেহে ?

(দস্যুদলের প্রবেশ।)

পবন। কে তোরা ?
১ম দস্যু। বাদলা।
২য় দস্যু। ঝোড়ো।
৩য় দস্যু। পাহাড়ে।
৪র্থ দস্যু। জাঙ্গালে।
পবন। লয়ে আয় এখানে চৌপালে—গোপনে কি
চণ্ডি দরশনে হেথা, দেবীর গমন ?

[দস্যুদলের প্রস্থান।

পরি। লইব ঔষধ—পরে ফিরে যাব ঘরে।
রাজ। দেখি নাই অপর উপায়।
পরি। প্রবেশিব
আবার কেমনে গৃহে আন্ধারে আন্ধারে !
পবন। আশ্চর্য্য কি তাহা বড় আমার সহায়ে ?

(দস্যুদের পুনঃ প্রবেশ।)

১ম দস্যু। পালকি অচল।
২য় দস্যু। ভাঙ্গা হস্তদ্বয়—চারি পদ,
৩য় দস্যু। তারা হারা আঁখি—
৪র্থ দস্যু। কাঁচদ্বয় চূর্ণ পলে পল।
১ম দস্যু। ছাউনি ত কুটি কুটি।

২য় দস্যু। উড়ে গেছে প্রাণপাখী।

পবন। আচ্ছা—পারে যা। সিকদারের চৌরি হতে এক খানি শীঘ্র তুলে লয়ে আয়। এখন শুকতারা উঠে নাই, ভোরে ভোরে রেখে আসা যাবে, কেহ জানবে না। কিন্তু যে যা লয়েছ রেখে যাও।

১ম দস্যু। আমি অগ্রে যাই।

[১ম দস্যু ও অপর দস্যুগণের প্রস্থান।

রাজ। (স্বগত) কেমনে যাইব গৃহে পুনঃ, না জানি লো
কি কলঙ্ক, সঙ্গে সঙ্গে ধাইবে তথায়,
উত্তরি বিপদে এক, ভাবি কালে ভয়—
কি উদ্দেশে আইলাম, কি উদ্দেশে যায়
না ডুবি না ভাসি, হায় এই হল লাভ,
প্রেমের তরঙ্গে পড়ে হাবু ডুবু সার!

(এক জন পদাতিক মশাল হস্তে প্রবেশ।)

পদা। রাম রাম!

পবন। কেরে ভাই?

পদা। আমি—ঘনশ্যাম!

পবন। কোথা হতে?

পদা। মারিয়ে পাঠানে, রণক্ষেত্রে জীতে।

পবন। ভাল ভাল ভাল! লাগাও ত কোলে কোল!

(আলিঙ্গন।)

তবে ভাই, সব ত সফল?

পদা। "রণবীর সুরনাথ বাবুর জয়," এই শব্দেতেই কোলাহল—

পবন। সকল কথা বল।

পদা। অল্প বয়সে কি পৌরুষ লাভ করলেন ভাই। পরশু রাত্রে এতক্ষণ, একদিকে আমাদের সুমুখে মলিন চাঁদ ডুবু ডুবু, পেছুদিকে শত শত আলো হস্তে পদাতিক, মধ্যে, ভাই! রণবীর ঘোড়ার উপরে পাঠানকে আক্রমণ করলেন। প্রায় একলা একলা যুদ্ধ হয়ে গেল, প্রথমে যে বাবুর মুখটি যেন বাতীর আলোতে প্রতিমার গাল দুটি চিক চিক করছিল, তা অল্পকাল মধ্যে ধুলিসার পোয়ানের হাঁড়ির মত হয়ে উঠল, একবার পাঠানের তরবালে এমন হল, যে মাথা উড়ে যায়, কিন্তু ভাই, এক ভোজালির ঘাতেই তরবা-লের অর্দ্ধেক একবারে ঠঙ্গ করে রণবীর উড়িয়ে দিলেন, চারি দিকে আমরা ভাঙ্গা-হেতের-হাতে পাঠানকে ধৃত করি, সেই সময় এক বাতাসে কতকগুল আলো নিমিয়ে গেল, চাঁদ ও প্রায় ডুবল, চাঁদের সঙ্গে পাঠান চাঁদও অন্ধকারে মগ্ন হলেন, চারিদিকে “ রণবীর সুরনাথের জয়” শব্দ উঠল।

পবন। পরে কি হল?

পদা। পাঠানের সন্ধানে রাত গেল, ভোরের সময় রণ-বীর সাতগাঁয়ের রাজবাটীর দেউড়িতে পহুছিলেন। সকল নগরবাসীরা উৎসবে মত্ত হল, রাজবাটীর চকে মেলা বসল, একে যোগের মেলা, তায় পূজার বাজার, তায় জয়ের উচ্ছব, বড় ধুম্! দোকানের শোভা! লোকারণ্য! হাতি এলো, ঘোড়া এল, সাহেব এল, মেম সাহেব এল, গাধা এল, দেড়ে এল, নেড়ে এল, বাবুরা এল, রাজ সভাত সেই খানেই হয়েছে। শ্যাম রাখালও সেই খানে উপস্থিত, কত

খেলা খেল্‌ছে, তা ভাই, এক এক বাবু দাড়ি রেখে, মুসলমানের মত হয়েছে চেনা যায় না। আমার ল্যাভের মধ্যে এই টাঙ্গীটি (নিম্নস্বরে) বেমালুম কানাদ কেটে—লয়ে এসেছি।

আর ভাই কাপড়ের কথা বলব কি? খোট্টা মণিরাম যে, থালা ভরে কতকগুলি সাড়ী নজর লয়ে এল যেন চন্দ্র, সূর্য্য, গাথা, সাঞ্জ বেলা আকাশের মুখ, পরলে লোম পুড়ে যেতে পারে; কিন্তু ভাই ফঙ্গবাহিনী, এক লাফের ওআস্তা।

আবার শেট্‌বাবুরা রাজকুমারী দেবী খেলা করবেন বলে যে, কতকগুলি চাঁপাফুলের মত লম্বা হীরার কি পুতুল দিলে ভাই! যেন জলে চাঁদের আলোকে চাপকরে কেটেছে, আহা!

পবন। তবে তুই বাবুকে ভাল করে দেখেচিস?

পদা। একবার? বার বার, কাল সকাল আমাদের ঘরে আসতে ঘোষণা দিয়ে যাত্রা কর্‌লেন। কি সাজল ভাই! সেই রাজবাটীর বড় দরজা হতে বরাবর গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত কেবল মঙ্গলধ্বনি। পথের দুই পাশে পূর্ণ কলসী আর ফুলের মালার শোভা। যখন বেনেপাড়ায় এলেন চারদিগ হতে ফুল চন্দন বৃষ্টি হতে লাগল, এক একটা পানের খিলিও ছিল, হুলু-হুলু শব্দ হল। জানালা খোলা হল, চখের সাধে দেখে নিলাম, যেন লক্ষ্মী সরস্বতী সব সারি সারি বসে গেল, কি চুল, কি রত্ন চক্ষু, কি রঙ, যেন পাকা রম্ভা ভাই। আবার বাবুর তেমনি জরির জুত, কালাপেড়ে ধুতি, ঢাকাই চাদর যেন চাঁপাফুলে মাকড়সার জাল, আবার তেমনি কালো বেঁকাচুল যেন দুর্গামায়ের ময়ূরে ছেলে। বাবু নৌকাতে বসলেন,

পালভরে নৌকা চল্‌তে আরম্ভ হল, কত কত রঙ্গিন পতাকা থর থর করে কেঁপে চলল্‌, আমরা এদিকে "জয় জয়" শব্দ করে প্রস্থান করলাম। আজ রাত্রেই রাজবাটী পৌঁছুছবেন।

পরি। তবেত সত্য ঘরে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

রাজ। (স্বগত।)

বিধি লীলা করে, স্বপ্ন-দূতে কি প্রেরিল,
নিশার আঁধার, ভাগ্যচক্র কি কাটিল?
শ্বেত ক্ষীণ রেখা যেন দেখি পূর্ব্ব-দ্বারে,
এই কি আশার মূর্ত্তি বিপদের ভোরে?

(দস্যুদলের পুনঃ প্রবেশ।)

১ম দস্যু। পালকি ত এল।

পবন। চল, চল,

২য় দস্যু। কোথা বল।

পবন। বুড় বটতলে।

পদা। রাম রাম! ঘনশ্যাম চলে।

[দ্বিতীয় ও তৃতীয় দস্যু ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পবন। সেই বুড়, ব্রাহ্মণ বলে যে পরিচয় দিয়ে, মা চণ্ডির পূজা করতে অস্বীকার হয়, তাকে ঐগাছে বেঁধে রেখেছি, এখন ছেড়ে দাওগে।

[প্রস্থান।

বাচ। এ ঘোর আঁধারে বৃক্ষ-তলে নিতান্ত নিদ্রিত ছিলাম না—আলোর প্রভাবে সকল দেখেছি। আমি কে

এ

জান? আমার এই অপমান? রাজবাটী হতে পদাতিক দল লয়ে একটি একটি করে কাল ধৃত করাব।

২য় দস্যু। ওরে মাছি লাগলো।

লাঠির মুখে মাথা নাড়ে,

লাগুক দাঁতে হাতে হাড়ে।

দস্যুদল। উদর পিণ্ডি বুধর ঘাড়ে!

উদর পিণ্ডি বুধর ঘাড়ে!

উদর পিণ্ডি বুধর ঘাড়ে!

(বারম্বার যষ্টির আঘাত।)

বাচ। হায়! প্রাণাবশেষ হল—

৩য় দস্যু। আহা! শত্রুর ক্ষয় হল—

৩য় দস্যু। ফের একবার আলো জ্বেলে দেখি—ওরে আজ কি কুলগ্নে যাত্রা—রাত্রি-প্রভাত হলে বাঁচি—এ যে রাজপুরোহিত রে।

২য় দস্যু। সে পাখা-কাটা ডুবলো বাদুড়—বাচি ঠাকুর! হিতে বিপরীত——আর জীয়ন্ত রাখা হয় না,—তা হলে রক্ষা নাই—মায়ের সম্মুখে লয়ে চল।

৩য় দস্যু। লও মা রক্ত বস্ত্রা—বলি লও।

[বাচস্পতির খণ্ড মস্তক লইয়া প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রাজপথে বৃক্ষতলে।

১ম দস্যুর প্রবেশ।

১ম দস্যু। বড়ত সর্দ্দার, সব "দেঁড়ে মুসে" লবেন, কাকেও আদা ভাগ দেবেন না। যেন সিংহের মামা ভম্বলদাস। তা, উত্তম করেছি, এই কণ্ঠি আর চসমাটি লুকিয়ে রেকেছি এখন বিক্রয় করতে পারলে হয়। পূজার বাজার, অনেক লোকের গতায়াত, খুচর খুচরি করে দিয়ে দেব (ছিন্ন করিয়া) এ ছবিটি আর দুটি ফুল প্রথমে, এ চসমাটিও বেস।

(হেমাঙ্গের প্রবেশ।)

ওগো দাড়ি ঠাকুর, ঘরে গমন হতেছেন। দেখুন এদুটি কি? কাল পথে কুড়িয়ে পেয়েছি বুড় সিদ্ধেশ্বরীর তলায়। কে বড় মানুষের মেয়ে হারিয়ে যেয়ে এতক্ষণ কান্দছেন, হয় ত কর্ত্তার মুখ খাচ্চেন।

হেম। আমি সেই পথে পরশু এসেছি, তুই এত শীঘ্র কি করে এলি?

১ম দস্যু। তা আমরা কষ্টপ্রাণি ঠাকুর, তোমার, আমার? তা এগুলি আমার কি হবে, মশয় লও।

হেম। সত্য কুড়িয়ে পেয়েছিস?

দস্যু। মাইরি, তুমি ব্রাহ্মণ তোমার দিব্বি মশয়, ওল-

চণ্ডির দিব্বি, লয়ে ফেলুন, মা গোসাঞীকে সাজবে ভাল, চসমাও আপনার দাড়ির উপর ভাল দেখাবে।

হেম। দে (মুদ্রা প্রদানানন্তর কণ্ঠির ভাগ প্রভৃতি গ্রহণ।)

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—গঙ্গাতীর, ক্ষুদ্র গ্রামের প্রান্তর।

সুরনাথ ও শ্যামের প্রবেশ।

(প্রবল-বাত্যা)

সুর। পতিত তরঙ্গ পাশে, মৃত্তিকা শয্যায়
ছিলাম আরামে হায়, চেত হীন প্রায় ;
জাগিয়া চমকে, গাত্র কাঁপিল সত্রাশে
গভীর জল-রাহুর দারুণ নিশ্বাসে,
আঁধারে ধরিয়ে উচ্চে, কুটিল কণ্টক
লতা-দলে, মরি বুঝি এবে, উঠে কুলে
বজ্রাঘাতে ; তীক্ষ্ণতীরসম গাত্রে ফুটে
ক্ষিপ্ত শত ধারা ; হায় ! কি ধূর্ত্ত পবন !
কি লজ্জা দিতেছে প্রকৃতিরে, পত্র-সজ্জা
তুলে, অঙ্গ নিয়ত আবৃত দেখায় সবারে,
আলু থালু করে লতা-জটা, বনশিরে।

শ্যাম। ছিন্ন ভিন্ন দেখ বস্ত্র, প্রভু, মম অঙ্গ
উলঙ্গ, কি লজ্জা! প্রায় প্রকৃতি যেমতি,
তীক্ষ্ণ কাটা-হুলে ক্ষত করেছে শরীরে
জলধারা গাত্রে ঝরে মিশিয়ে রুধিরে।
এস হস্ত ধরি তব, নিক্ষেপিবে জলে
না হইলে, পুনঃ ঝড়ি; বাধিতে সে বেগ
প্রভু, পারিবেনা কভু। (প্রবল-বাত্যা)
কিন্তু ওকি শব্দ হল। এইযে নিকটে
পড়িল (সিহরে) একটি ইট, বাপ! মোর মাথে।

সুর। উড়েছে পাষাণ বুঝি ভগ্ন গৃহ ছিড়ে
এস পাশে দেখ ঐ যে বসে ক্ষুদ্র কুঁড়ে,
আশ্রয় লইব চল উহার ভিতরে।

শ্যাম। ওযে পাতিয়াছে কড়, চাল দুটি দেখি
পক্ষদ্বয় মিলে ভয়ে যেন পক্ষী শুয়ে।

সুর। উঠিলে, উড়াবে যেন পক্ষচ্ছেদ করে।

শ্যাম। মরিলাম হল এবে সংশয় জীবন।
ক্রোধভরে ঝোড় পক্ষী ঝড়ির উপরে
মেরেছে কপালে পক্ষ-আঘাত সজোরে।

সুর। ধর ও বৃহৎ পক্ষ আবর মস্তকে।

শ্যাম। ঝোড়-ছাতা কব, যদি বেঁচে যায় ঘরে
কিন্তু চলি ত্বরা করি চালির আশ্রয়ে।

সুর (আর্ত্তনাদ।) দেখি কার বাস, চালি মধ্যে আগে যাই।

হেমাঙ্গ। (চালি-মধ্যে)
ঘুমাও অভাগা তোর কেহ ভাগী নাই।

শ্যাম। এযে দেখি মহাশয় ভূতের আশ্রয় ;
বায়ু হতে ভূত আরো ভয়ঙ্কর নয় ?

হেম। এতকে সাহসী মোর তৃণ ছুতে আসে ?

সুর। করিব না হিংসা।

হেম। মাত্র লম্বা হবে পাশে ?

শ্যাম। পালায়,—এ ভূতাশ্রয় ত্রিপ্রান্তর মাঠে—

সুর। বাজিল বেঘারির চোট। (অগ্রসর।)

হেম। বুঝি শির ফাটে

সুর। ভূত হও, প্রেত হও, যে হয় সে হয়।

শ্যাম। (স্বগত) ঝড়ি হতে " রামদাসে " আরো করি ভয়,

সুর। ডরে যে হৃদয় ভূতে, এত সেই নয় !

হেম। হও ভাগী কথা কয়ে লাভ নাই আর,
হৃৎকম্প, মুখে কথা তবুত ভায়ার।

শ্যাম। ভূত নয়, কোন ক্ষিপ্ত হবে মহাশয়,

হেম। ক্ষিপ্ত চিত ! মম পক্ষে নহে অসম্ভব,
আলয়, আরামহীন শ্রান্তি-সকাতর
একাকী এসেছি ত্যজি পিতা অবথর,
সে প্রিয়সী দূরে, যার স্মৃতি-জ্যোতি জাগে
এঘোর আঁধারে, হায় ! হৃদয়-আকাশে,
সেই মূর্ত্তি, স্থির আঁখি পলকবিহীন
দেখিলাম যাহা, আহা ! বিদায় সময়ে
ফিরে ফিরে যত দূর চলিল নয়ন
তবু ক্ষীণ, তৃপ্তিহীন শেষে।

সুর। যেন শারী
দেখে শুকে, উড়ে যেতে, দূরের গগনে,
পাখী অগ্রে, পরে তার বর্ত্তুল আকৃতি,
কাল ফোটা, বিন্দু হয়ে, মিশে মেঘে শেষে—
আমারও ত ঐ দশা তোমার যেমতি।

হেম। এস, বস তবে, মম তৃণ শয্যোপর,
ভাগ্যদেবীকৃত এবে মম ভাগ্যধর,
মহত ছিলেন যদি স্মরি মাত্র লাজ—
এই ত ভাগ্যের খেলা, উঠা পড়া কাজ।

শ্যাম। কিন্তু দেখ আলেয়ার আলো আসে দূরে,
নিবে মুখ বুজে, পুনঃ জ্বালায় হাঁ করে ;
ওগো মহাশয় মাঝে বসাও আমারে। (প্রবল ঝড়ি)

হেম। চালি উড়ে গেল,

সুর। বায়ু আশ্রয় হরিল,
কিবা মধ্য কিবা পার্শ্ব পূর্ণ ঘোর ঘন
আঁধার প্রলেপে হায় ঢাকিল ভুবন।
হস্ত ধরাধরি করি চল ঐ জঙ্গলে।

শ্যাম আশ্রয় হইবে ভাল বনজন্তু গালে! (বজ্রাঘাত)
পড়িল ঐ বজ্র, যেন খেলে, ঘুরে ঘুরে,
ঢেরা কেটে, খল বায়ু পড়া কাটি ধরে।
জঙ্গলও জ্বলিল ঐ দেখ দেবাগুনে।

সুর। যে দেখ সে দেখ, আমি, থাকি এই স্থানে। (পতন)

হেম। রোগের যন্ত্রণা মাঝে, যেন অচেতন,
সুনিদ্রা, অসহ্য শোকে ভুলায় যেমন

ক্ষণ মাত্র প্রকৃতিরে, তেমতি আমায়,
ভুলায়ে অকালে ভাগ্য ত্যজিবারে চায়,
ভাগ্য ক্রমে সঙ্গি, তব পতনে পতন। (শয়ন)

শ্যাম। আমি অনুচর ত্যজি, কেমনে এখন? (শয়ন)

(দুজন মাল্লার মশাল হস্তে প্রবেশ।)

১ম মাল্লা। এক বস্তা কাপড় লাভ—সমস্ত রাত্র কর্ম্মভোগ! আরত কিছু ধরতে পারলাম না, ডুবানৌকা সব তলিয়ে গেছে।

২য় মাল্লা। ঝড়ে মেরে দিলে, পিঠ চির চির হয়েছে যেন গোমস্তা বাকি আদায় করছে—টিকি ধরে মারচে—

১ম মাল্লা। ওরে, এরা এখানে কে শুয়ে?

২য় মাল্লা। সুন্দর পুরুষ, সুন্দরী কন্যা,

১ম মাল্লা। না রে, ভাই সুন্দর পুরুষ দুটি, আহা! যেন আম অক্ষণ শেলে পড়েছে।

২য় মাল্লা। এখানে হনুমান গড়াগড়ি যাচ্ছেন!

১ম মাল্লা। এরা কে—? এমন যমক ভায় দুটি মরে যাবে?

২য় মাল্লা। ধর্—কান্দেকর—ওদের মা গোসাঞীরা কত ভাবুচে ভাই। (সুর ও হেমাঙ্গ জাগ্রত)

হেম। ওরে ভ্রাতা মাল্লা, সহৃদয় তোর সম
হত দুষ্ট ঝড়ি কিম্বা যদি প্রভু মম
দেখিতে কি এই দশা মোর? কোথা শয্যা
পালঙ্গ কোমল, কোথা তৃণেতে শয়ন;

স্বদেশ গর্ব্ব সুচারু বাস পরিত্যাগী
ছিন্ন বস্ত্র সার, মলাময় বায়ুরও
অরুচি; সমল বারি, পয়ঃ বিনিময়ে।
জানিতে দুঃখী না হলে, দুঃখীর যন্ত্রণা,
লক্ষ্মীমন্ত দেখে কভু পরের বেদনা?

সুর। জানিলাম তায়, দুঃখ ভোগে, কতবেশি
দেন লক্ষ্মী লক্ষ্মীমন্ত হলে, আচ্ছাদন
পশুযোগ্য কারো হরে লয়ে; দেখি এবে,
ধনী দুঃখী জনে, ভিন্নভাব যত, নহে
মানুষে পশুতে কভু, প্রভেদ সে মত।
গ্রাস আচ্ছাদন পশু স্বভাবত পায়,
নিরাশ্রয় দরিদ্রের কি আছে উপায়?

শ্যাম। কিন্তু এ দিগে দেখুন, পূর্ব্বদক্ষিণগগন পরিষ্কার হল—নৌকা? ঐ দূরে হাল পাল ভাঙ্গা; আমাদের দ্রব্যগুলি লয়ে এলে হত—একটি দ্রব্য ফেলে এসেছি।

১ম মাল্লা। কিছু ভয় নাই—ঝড়ি থেমেছে—হাস্‌তে হাস্‌তে যাওয়া যাবে।

সুর। আর নৌকাতে যাইবার আবশ্যক নাই।

১ম মাল্লা। বাবুরা তরাসে—

২য় মাল্লা। তরাসে বৈ কি? ভয় কি মশয়, চাঁদও যে উদয় হলেন।

সুর। সঙ্গে তুমি এস—চল মাল্লা চল—

হেম। বিপদ সময়ে সম-দুঃখী সঙ্গ ভাল।

সুর। নাম তব?

হেম। পুষ্পনাথ নাম, মহাশয়,
সেতার বাজিয়ে এবে হয় দিনক্ষয়।

দেব। সম্মুখে শ্বেত কুটীর কার? যেন বৃহৎ রাজহংস জল পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ঐ দুটি গোল খিলানতলে কাঁচের ফলক দুটি যেন মরালের চক্ষু দ্বয়ের মত চন্দ্রকিরণে জাজ্বল্যমান।

হেম। ও সেই হতভাগ্য হেমাঙ্গ বাবুর—

সুর। হতভাগ্য!—চল ঐ স্থানে আশ্রয় লওয়া যাক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রাজবাটীর বহির্দ্দেশে।

পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। এতকাল রাজ সংসারে আছি, এমন মনঃপীড়া কখন পাই নাই। কোনও কর্ম্মেত কখন নিন্দা নাই, বোধ হয় এতদিনে কলঙ্ক হল। হায়! কেবল সে রত্নের সে স্বর্ণের জন্য ত কুমারীর মনঃপীড়া নাই, তার মধ্যে রণবীরের সেই শৈশব কালের মূর্ত্তিটি ত প্রেমের আদি-চিহ্ন— তাঁর নিতান্ত প্রীতিকর ছিল। উদ্ধারের কি উপায় হবে না? কি বলে লোককেই স্তোক দিব? তোরে যে কথা বলেছিলাম কি হল?

(পবনের প্রবেশ।)

পবন। কি হবে, সে দুষ্টের কি আর দেখা হয়েছে? হায় তার হাড়ে ভেলকি, সকল ফাঁকি, তার চক্রে পড়ে ধর্ম্ম গর্ভদিয়ে যেই দশা সেই দশা— সেই "লেক্‌ড়াই" চণ্ডীর বেশ গেল না—দেখুন, তার কোথায় বাস ছিল কিছু জান্‌- তাম না। এল, একজায়গায় ঘর করলে তার, সঙ্গে কন্যাটির আবার বিয়ে দিলাম। হাতে চাঁদ দিলে—কথা কেমন মিষ্টি—রসে ভরা ঝিলেপি, সেই রসের পাকে পড়ে গাল ও

পুড়ে, চর্ব্বন কর্‌তেও ছাড়লাম না, তেমনি মুখ পুড়িয়ে দে চলে গেল—নিমক হারাম, যবক্ষার! একবার পেতাম ত তোমার সাক্ষাতে দিদি তার মাথাটি চর্ব্বনে পিয়ারা বিচে করেদিতাম।

পরি। এখন কিছু সন্ধান হল না?

পবন। কুমারীর দেবীর কাযে আমার অবহেলা আছে?—তাঁর দয়া কি আমি কখন ভুলব? ছেলেবেলা যখন দিদি, কোলে করে নিয়ে যেতে আমিও সঙ্গে যেতাম, এখন সেই দেবতাদের মেয়ের মত মুখটি আমার মনে পড়ে। দিদি! কার্য্য আমি উদ্ধার করবো, তুমি ভাবনা করনা? দেবীর বাম পার্শ্বে সেই যে একটি চিহ্ন ছিল— সেই যে তোমরা দেখতে আর বল্‌তে "দেবী রাজার গিন্নি, নাই রাজার মা হবে," সেটি এখন আছে?—সেটি থাকলে আর ভাবনা কি, গেলই বা কণ্ঠি।—

পরি। ওরে সেটির নাম কর্‌তে নাই—দেখ এখনও এক একবার স্নানের সময়ে উরুদেশে দেখতে পাই, যেন জয়পুরী পাথরে আলতার পাতা, শুক্ষ মিহি বস্ত্রের মধ্যে দেখলে বোধ হয় যেন সোণার পাতে এক ফোটা তপ্ত গালা গোলে পড়েছে।—

পবন। হাঁ মাজের কলাপাতে রক্তচন্দন! আমার এখনও মনে আছে, হক, যেন সেই চিহ্নতেই দেবী রাজার মা হন্—আমি এখন বিদায় হলাম যদি কণ্ঠি পায় আমাকেও পাবে, না হলে এদেশে আর মুখ দেখাব না, এই বিদায় শেষ বিদায়।

[প্রস্থান।

পরি। দুষ্ট জেনেও তো ভাল না বেসে থাক্‌তে পারি না, ওর গুণও তো অনেক—সময়ে সৎকার্য্যও সাধন করে।—

যে অন্তঃ গহ্বরে ভরে কুকার্য্যের মলে,
কিম্বা ঘেরে যে রজনী তমোময় জালে,
সৌন্দর্য্যের ভাগ তবু কিছু লিপ্ত তাহে,
বিফল কাহারো সৃষ্টি এ জগতে নহে,
কোন রোগ প্রতিহার গরলো সেবিলে,
কোন না কোন সময়ে সবে ফল ফলে॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রাজবালার গৃহ।

(রাজবালা ও স্বর্ণলতার প্রবেশ।)

রাজ। একি খেলা, খেল নাথ, অবলার সাথে,
ফুলবাণ হান বক্ষে, আশার সঞ্চার
দাও কাটি, হাত ধরি পালাও পিচ্ছলি,
আবার হাসিয়া, মার স্মৃতি পাশে উঁকি-
তবুত নিষ্ঠুর নাথ নাহি দেখা দেখি,
খেল তুমি ভাগ্যে মোর কত লুকচুরি!
বিরহ-প্রাচীর পাশে আমিও প্রয়ান
করিয়া, সন্ধান হীন, আঁধারে লুকাব,
প্রেমের খেলাতে চির ‘হের’ নাম দিব।

স্বর্ণ। কত ভাবে, একে ভেবে, ভ্রমে মন তব,
সর্ব্ব-ত্যাগী নাম তাঁর কার্য্য মাত্র এক ?
সে যে ভোলা, দায়ে দেবি, তার মত তারে
দিনকত ভুলে থাকো সেই ভোলানাথে,
এতই বা ভাবাভাবি কেন সে ভোলারে ?

রাজ। যারে ভালবাসি সৈ,
পারি ভুলিবারে কৈ,
তৃপ্তি ? নাহি তার আশে,
চিন্তা ? ভ্রমে তার পাশে,
লজ্জা ? নাহি তার নামে,
ইচ্ছা ? বসি তার বামে,
পাপ ? কাপ মাত্র সখি, চুম্বিলে সে শ্যামে।
মনে কত ভাবি সৈ,
এল, এল, বন্ধু ঐ
বায়ু, প্রতি শ্বাসে আনে,
বার্ত্তা বলে কানে কানে,
লভ সুখ, তার প্রতি পদক্ষেপ গুণে।
কম্পে অমনি শরীরে
অঙ্গ, প্রত্যেক শিহরে,
মুদি, তরাসে নয়নে
ভাবি, হঠাৎ মিলনে
লজ্জাখেয়ে, একবারে হেরিব কেমনে।
চেয়ে, মুহূর্ত্ত অন্তরে,
দেখি, বসে শূন্য ঘরে,

শ্বাস, ভুলেছে পবন,
মিথ্যা, চলন চালন,
একি জ্বালা, জাগরণে জ্বালায় স্বপন!
মিথ্যা হল সব আশা,
মন, হল ভ্রান্তি বাসা,
অমৃত হইল বিষ, প্রেম, প্রাণ-নাশা।

(পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। এখানে দেবি, প্রাণনাশি করছেন, আমার প্রাণে ফাঁসি হয়েছিল, ভয়ে মরেছিলাম।

স্বর্ণ। এতক্ষণ কোথা ছিলে?

পরি। আপনাদেরই কর্ম্মে। শুনলাম লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ প্রত্যাগত তাই ডমনিকে আগামি পাঠিয়ে দিলাম।

স্বর্ণ। ডমনি গেছেত?

পরি। সেকি যেতে চায়-পথে যে ভয় হয়েছে, সন্ধ্যার পর কি লোকের আর গতায়াত থাকে?

স্বর্ণ। কি ভয়?

পরি। আমি কি জানতাম দেবি, ডমনি বল্লে তায় জানলাম, আজকাল নারায়নী নদীতে মাছ ধরে না কেন? কেহ কি সন্ধ্যা সকাল ভর্সা করে যেতে পারে, একেত নদী-কূলে শ্মশান-ভূমি, তায় আজ কাল ভূত পূর্ণ হয়েছে, এইত ভাদ্রের নদী, জল কানেকান বহে যেতেছে, তার উপর এঁস পেত্নি, জেলে-ভূত এত ভুতমিও কর্‌ছে।

স্বর্ণ। সে কি লো?

পরি। বলে মেছ-ডিঙ্গি বহে যায়, একবারে আট দশটি

দাঁড় খাটায়, সপ্ সপ্ করে মাথা-ঘুরণী জাল ফেলে। গায় চরতে গেলে ঠিক দুই প্রহর বেলা চোঁ চোঁ করে দুদ দুহে খায়, গোয়ালাদের ঘোল মুখনি ধরে আর ঘুরে না, আবার বলে সুন্দরী গোয়ালিনীকে কি কুস্বপন দেখিয়েছিল, তা ভুতের এত নৃত্য ছিল না, কেবল হেমাঙ্গ বাবু ডুবে অবধি এই হয়েছে।

রাজ। হেমাঙ্গ বাবু ডুবেছে কি লো?

পরি। চারিদিগে সকলে স্তব্ধ, সত্য কথা কি-এতদিন ফুটে ছিল, আজ ডমনির কাছে সব শুনলাম।

রাজ। কি শুনলে?

পরি। তা মিথ্যা নয় সেই ক্ষেপা পুষ্পনাথ স্বচক্ষে দেখে ডমনিকে বলেছিল—সে সুতে মাছ ধরছিল। হায়! হতভাগ্য!

রাজ। তার পর।

পরি। মাছ ধরেতেছিল-আলো আঁধারির সময়, দেখলে যে ঘোঁড়ার উপর হেমাঙ্গবাবু কোথা হতে এসে সেই নবাবী শাঁকোতে উঠলেন, ঘোঁড়া নিচে জলের স্রোত দেখে কত রঙ্গ করতে লাগল, যেমন হেমাঙ্গ বাবু শিপকরে এক ঘা দিয়েছেন, অমনি সে কাল দুষ্ট ঘোঁড়া বাবুকে লয়ে সেই বন্যার তরঙ্গে ঝাঁপ দিলে, কত দূর জল উঠল; একবার জল ঘুরল, আবার যেমন তেমনি বহে যেতে লাগল।

রাজ। সে কি লো? হায়, হেমাঙ্গ কি তবে নাই-তার বৌয়ের কি দশা হবে?

পরি। দশা? দুর্দ্দশা, চির-দুঃখিনী—

রাজ। আর কোন সন্ধান হল না?

পরি। সন্ধান? যেমন হেম বাবু জলে গেলেন, পুষ্পনাথ বলেছিল যেন বজ্রাঘাত হল, তার জলের সূত জলে থাকল, চক্ষুমুদে ভূমে পড়িল, একটুবাদে চেয়ে দেখলে কেহ কোথাও নাই, ভয়ে ভয়ে ঘরে এল, সেই ভয় রয়ে গেল বলে অপঘাত মৃত্যু রক্ষা আছে?

স্বর্ণ। ডমনি স্বচক্ষে দেখেছিল?

পরি। হাঁ গো-স্বচক্ষে, ঐ পুষ্পনাথের মুখে।

রাজ। আর কেহ কিছু দেখেছিল?

পরি। দেখে নাই? সেই তালগেছে বাচি ভড়চায, একটি কি দেখে, ডমেদের ঘরে এসে পড়েছিল, বলে মুখটি হেম বাবুর অবয়ব। কিন্তু তার তিন গুণ লম্বা, হাড়গুলি জিল জিল করছে, দাঁতগুলি পাঞ্জরাগুলি সব গুণা যায়, সর্ব্বাঙ্গে পোকা লিড় বিড় করতেছে, একহাতে মাছের ঠেকা, এক হাতের হাড়ের আঙ্গল সেই সাঁকোর উপর রেখে তাল-গাছের মত দাড়িয়ে রয়েছে। (বারাণ্ডার দ্বারে ঠক ঠক।)

স্বর্ণ। কিসের ঠক ঠক? আমার সঙ্গে চল।

পরি। কি কপাল, আমি সঙ্গে যাব।

[প্রস্থান।

(লক্ষ্মী ঠাকুরাণির প্রবেশ।)

রাজ। একে এলে, লক্ষ্মী দিদি, কি সংবাদ লয়ে?
শুভ বা অশুভ আমি প্রস্তুত উভয়ে।

স্বর্ণ। এস এস দিদি, মোর আদরের ধন।

লক্ষ্মী। আদর এ কালা মুখে?

স্বর্ণ। একি ভ্রম তব,

ঋতুবরদূত, কাল কোকিল আসিলে

হেয় কি কাননে তার, কাল বেশ কভু?

লক্ষ্মী। পারিলে আনিতে বার্ত্তা, পিকবর সম,

আগমনী গেয়ে আগে, বসন্তে মিলালে

আদর পশ্চাতে; ভগ্ন দূতী ভগ্ন স্বরে

বিরহ গাইলে, পারে কি আনন্দ দিতে

বিরহিণী হৃদে, পারে আদৃত সে হতে?

বিফল চেষ্টার মান আছে কি জগতে?

রাজ। কোথা প্রিয়তম মম?

লক্ষ্মী। সুখ অন্বেষণে

রাজ। আমায় ত্যজিয়ে?

লক্ষ্মী। তব মুখ চেয়ে।

রাজ। বচনে কৃপণ কেন কহ বিস্তারিয়ে।

লক্ষ্মী। হিমের বায়ুর সম হিমাদ্রী প্রদেশে

গেলাম. প্রেরিতে তাপ-প্রিয় বিহঙ্গমে

দাক্ষিণ্য অটবী মাঝে—সুতাপের বাসে;

না পশিতে সে প্রদেশে, সে সুখী বিহগ

ত্যজিয়ে এসেছে হেথা, ফিরিলাম শুনে,

হেথাও কান্তার শূন্য দেখি ত এখন,

না জানি কাননে কোন, গেল সেই শুক।

হেমের বায়ুর কার্য্য সাধিনু প্রকৃত,

গমন আমার যথা, প্রীতি হীন তথা।

রাজ। আর নহে, স্থির হও, বিরহ অনল
হৃদয় গিরীশ তলে, অন্তঃহ্রদে গলে,
তপ্ত দ্রবময় দেখ লোণা খার যেন
জ্বালামুখি আঁখি দ্বারে ঝরে অনিবার,
পুড়ুক তা ধীরে, কেন জ্বালাও আবার।

(নেপথ্যে বাদ্য।)

একি বাদ্য বাজিল, হৃদয়ভেদী স্বরে,
কে যেন আমার দুঃখে পরিহাস করে।

লক্ষ্মী। তা নয়, আজ পঞ্চমীনিশা, পূজার বাটীতে সঙ্গীত হতেছে—

স্বর্ণ। তাই একটি গীত শুনা গেল—

লক্ষ্মী। কি ঘর এটি, একদিকে দ্বার খুলিলে রাজ নিকেতনের অট্টালিকার শোভায়, পূজার বাটীর সজ্জাতে নয়ন তৃপ্ত হয়; আরদিকে সুন্দর কুসুম উদ্যান, ফলের সারি সারি গাছ, পদ্ম পুষ্প পরিপূর্ণ পুষ্করিণীর সুদৃষ্টিতে মন পুলকিত হয়; কেমন সাধু-পুরুষ এ সকল নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন, তেমন সাধু মহারাজা আর হবে?

(নেপথ্যে সঙ্গীত।)

সুর-ঝিঝিট—তাল আড়াঠেকা।

"প্রেম করিলে, এমন হয়, গো হয়, সুধু নয় তোমারি।
সাধের পীরিতি করে, ভাল বেসে জলধরে,
পিপাসায় চাতকী মরে, বিনা বিন্দু বারি;
এমন হয় গো হয় সুধু নয় তোমারি।

প্রেমপাগলিনী হয়ে, গোপনে যৌবন দিয়ে,
ভ্রমে রাখালে সাধিয়ে রাধা রাজকুমারী,
এমন হয় গো হয় সুধু নয় তোমারি॥

রাজ। সঙ্গীত শ্রবণে যদি প্রেম তৃপ্ত হয়,
স্মৃতির—আকাশে পুনঃ গত সুখোদয়,
শুনি, শুনি, পূর্ণ করি, শ্রবণ-কুহর,
যদবধি নাহি হয় বিদীর্ণ অন্তর।

(বেতালে গীত ভঙ্গ।)

কিন্তু কেন ভঙ্গ হল সঙ্গীত বেতালে
নীরব কি হয় গীত দুঃখিনী শুনিলে?
সুস্বর সঙ্গীত মিলে বাজিলে বাজনা,
পরশে অন্তর-তারে কত সুভাবনা,
সুখে সুখোদয়, স্নিগ্ধ শান্তি দুঃখ কালে,
হারা সে প্রভাব গীত, আমার কপালে?

(পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ।)

ভঙ্গ গীত কেন? কহে মুখ ভঙ্গি তব
বার্ত্তা কোন, জিহ্বা যাহা কহিতে বিরত।

পরি। কি কহিব দেবি! জিহ্বা কহিতে কি পারে!
অভিশাপ গ্রস্তে বোবা কেন না হইনু?
কর্কশ কাকের কাণে হবে বার্ত্তা মম,
গিরির গহ্বর, ভগ্ন মন্দির গম্ভীর,
চর্ম্ম চটী, পেচকের রবে পূর্ণ যাহা,
শিহরে উঠিবে, কথা আমার শুনিলে,

শ্মশান ঘাটের ঘর কাঁপিবে চমকে—
গত ঝড়ে জলমগ্ন হয়েছে তরণী,
বার্ত্তা পেয়ে কর্ত্তা কান্দে ভগ্ন বাদ্যধ্বনি !

রাজ। চঞ্চল চপলা দেখি, অগ্নি ছড়া ছড়ি,
শৈল বিদারক বজ্র সহ তীক্ষ্ণ শত ছুরি
ক্ষিপ্ত ঝড়-মুখে, বিন্ধে লোম কূপে প্রতি —
কান্দেনা নয়ন তবু কেন ? (ভূমে পতন।)

স্বর্ণ। নির্ব্বাণ নয়ননীরে, জল দাও শোকে
নাহলে অন্তর-বহ্নি বিদারিবে বুকে।
পোড়া বিধি ! ভাল বাস ভাঙ্গিতে সদাশা ?
মিষ্ট ফল হলে, অন্তেঃ কীটে দাও বাসা,
উঞ্চ পোকা ছেড়ে দাও কমল ভিতরে,
অসহ্য কি গ্লানি লাভ মিষ্ট রুচি পরে !
না জানি কত যে সুখ লভ মনে মনে,
চারু রাজবালা সম অবলা পীড়নে,
শিষ্টমতি চির বিষ তোমার নয়নে ?

লক্ষ্মী। জল দে, ও মা ! ও মা ! একে, এযে কনে-বধূ চেতনহীনা হয়ে পালঙ্কের পাশে শয়ন করেছে—এ কখন এ ঘরে এল ?

পরি। কে জানে দিদি, যখন হেম বাবুর বিপদের কথা কই তখন হবে।

স্বর্ণ। হায়, ও যে ভ্রমে, এক কথার সন্ধানে,
কোথা কে কি কহে, দূরে কান পেতে শুনে,

অকল্যাণ-চিহ্ন সদা দেখে জাগরণে,
অমঙ্গল বার্ত্তা-স্বরে শিহরে স্বপনে।
সাবধান রোধ-হীন হলাম সকলে,
মৃত্যু-ছায়া আসিয়া কি উহারে গ্রাসিলে?

লক্ষ্মী। (জল সেচন) দ্বার খুলে দিই, ধীরে ধীরে বায়ু-সঞ্চার হউক।

স্বর্ণ। (বহির্দ্দেশে দৃষ্টি)

রজনী হইল ঘোরা; হামা দিয়ে ক্রমে
শশির পশ্চাতে, মেঘ, ধাইছে গ্রাসিতে
যথায় ঐ দেখ চাঁদ, মৃত্যু শয্যা মাঝে
মলিন আকাশে একা শয়নে রয়েছে।
কাল সম, কাল-পেঁচা উকু উকু ডাকে
কান্দে অমঙ্গল স্বরে শৃগাল প্রান্তরে;
চমকে শাখায় মারে পাখ: দাঁড়কাকে,
ঘুরিয়ে পবন, ঘন মাঝে মাঝে বহে
হাও হাও রবে, মরু ভূমে, বা গহনে।
চাঁদের মরণে এরা হর্ষিত কি হল?
অন্তঃশয্যা দেখে তারা কীর্ত্তনে মাতিল?
অথবা প্রকৃতি একবাক্যে বাড়াইছে
কাল অকল্যাণ ভয় আমাদের হৃদে?

লক্ষ্মী। স্বভাবের ভাব যেন ভ্রমে এই ভাবে
সুধাংশু সম্পদে, ঘোরা রজনী বিপদে।

রাজ। আহা! এযে ভাল ছিলাম, আমায় নিশ্চিন্ত থাকতে দিবে না?

পরিম। আহা, কেন এ নিদ্রা ভাঙ্গল, এতক্ষণ চিন্তা হীনা, স্বপ্ন হীনা হয়ে ছিলাম, কে শত্রু আমায় জ্বালাতে জাগালে!

রাজ। মম পক্ষে অচেতন, আরাম এখন
সাড় হীন জড় হয়ে, মহীতে মিশিয়ে
কুস্বপন তন্দ্রা-ভঙ্গ ভুলে, মাতৃ কোলে।

পরিম। শোষণ কর গো মহী, মোরে এক বারে,
মৃত ওষ্ঠ রাঙ্গা হক আমার রুধিরে,
সুন্দর ওষ্ঠে যেমন, চাপিলে চুম্বন।

স্বর্ণ। যাও লয়ে কনে-বৌয়ে আমার শয্যায়
সম দুঃখ উভয়ের মিলিলে বাড়িবে,
নদী-নীরে নদী মিশে প্লাবন যেমন।

[লক্ষ্মী ও পরিচারিকা পরিমালাকে লয়ে প্রস্থান।

শয়ন কর দেবি, আমি এই খানে বসি (রাজের শয়ন) এই পালকের পাখাটি হাতে লই-আহা তন্দ্রা এল, আমারও যে তন্দ্রা এল (শয়ন নিস্তব্ধ)।

রাজ। এ কে দেখি, হস্তে ছুরি, রজ্জু লম্বা গলে,
বিষবটী বান্ধা ও কি বসনের কোনে?
তারা-হীন শ্বেত-সর্ব্ব ফাঁকা আখি মিলি
ফুলিয়ে পাটিতে গাল, দন্তে খিল পাতি,
ঘুরে ঘুরে যায় ফিরে মনের মন্দিরে—
আত্মহত্যা? যাও চলে, এ মূরতি তব,
অন্তর জ্বালার কালে চাহি না দেখিতে:
যাইব দাসীর বেশে এখুনি নির্জ্জনে,

নিশার সুস্নিগ্ধজলে ডুবিব গভীরে—
এক শ্বাস করে শেষ, জীবন জ্বলন। (দ্বার খুলিয়ে।)
এযে কে দঁড়ায়ে দেখি দুজন দুপাশে,
বাধিবে কি পথ কিম্বা যাবে মোর সাথে ?
সাথি কেন ? দৃঢ় মন সঙ্গী এবে মোর। (অগ্রসর।)
স্তম্ভ-ছায়া মাত্র এযে নিপতিত ভূমে
বাধি ভোর সুখ-তারা সুকোমল জ্যোতি,
ঐ যে বিস্তার স্বচ্ছ, শ্বেত সারোবর,
না মিলিতে আঁখি, এক ঝাঁপে, এক শ্বাসে,
আমার উহার বক্ষে মিলাব নিমেষে—
চলি তবে—

একস্বর। ঝাঁপ দিতে পাবে ভয়, আগে ঢাকি আঁখি

(বস্ত্রে নয়ন বাঁধিয়া।)

কোথা যাবে শুন শুন মরি নাই আমি।

রাজ। কে তুমি আকৃতি এলে বাসনা নাশিতে
ছায়া সম দিবা নিশা ভ্রম পাশে পাশে।

স্বর্ণ। (হস্ত ধরিয়া।)
ছায়া নহি দেবি! তব সখী স্বর্ণলতা
এক বৃন্তে দুটি ফুল যেন যোড়া-দূল,
তুমি কি খসিবে আমি হাসিব শাখায় ?
এস এস শয্যাপাতি, শুইব দুজনে,
এক সুচে গাথা, দুটি ফুল, একাসনে,
পচিব একত্রে, খাবে এক চিন্তা কীট
কিম্বা হইব সঙ্গিনী তোমার সহিত।

রাজ। আমার সহিত সাথি ? সাথির বালায়,
পতিরে কেমনে সতী, করে প্রাণ দান
বরং দেখিবে চল—

স্বর্ণ। চলি হাত ধরে।

রাজ। অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি যথা বারাণ্ডা বেরিয়ে
প্রাসাদের লোল জিহ্বা ঝুলে জলোপরে,
তার অগ্রভাগে দাও দাঁড়াইতে মোরে—

স্বর্ণ। চল—

রাজ। এস, জলে পতি, জলে যাবে সতী,
জলে জলে, ভেষে যেন লভে সতী পতি।—
আনিলে কোথায় ?

স্বর্ণ। নির্দ্দেশিত স্থানে তব।

রাজ। সময় কেমন ?

স্বর্ণ। সব নিস্তব্ধ, সুস্থির,
অর্দ্ধেক কানন যেন মগ্ন দেখি জলে,
অর্দ্ধেক দাঁড়ায়ে আছে সরসীর কুলে,
কিবা সত্য, ছায়া কিবা নয়ন বিহ্বলে,
সব ঘোরঘোর, তারা একমাত্র জাগে
দেখাতে প্রভেদ যেন আঁধারে আলোকে।
প্রকৃতি নিদ্রিত—চলে স্বন স্বন কেটে
কালের বিশাল পাখা অসীম আকাশে।

রাজ। এইত সময় তবে কালেতে মিশাতে—
ক্ষম ওহে ভগবন্ !

[উল্লম্ফনে পতন ও স্বর্ণের প্রস্থান।

একি হল ? কাটিল না সরসীর জল,
উর্ণা, তুলা হতে লঘু দেহ কি হইল,
কিম্বা দুঃখ দেখে মোর মৃত্যুও ত্যজিল ?

(নয়ন বন্ধন খুলিয়া।)

যে শয্যাতে ছিনু শুয়ে, তথায় আবার
কত খেলা খেল, ভাগ্য লইয়ে আমায় ;
কোথা গেল স্বর্ণ ? একি স্বপ্নের ছলনা ?
দেখিত আবার ঊষা মুচকি হাসিয়া
তুলে দিননাথে, চখে আলোক ধরিয়া—
আনন্দ সঙ্গীত বাজে ভবের বাজারে,
ছিন্ন তন্ত্রি কিন্তু মম এক-তারা হৃদে—
অন্তহৃত জাগরণে স্বপন কুহক,
তবুত ভাবনা ঘোর, হৃদয় গগনে,
সম ভাবে বসে এবে, না করি প্রভেদ
না মানি প্রকৃতি রীতি দিবা কিবা নিশা—
অবিচ্ছেদে চলে মোর অশেষ রজনী।
কোথায় সে দিন যবে ভাবনাবিহিনে
ভাবিতে কেমনে হয়, ভাবিতাম মনে।

(স্বর্ণলতার পুনঃ প্রবেশ।)

কোথা ছিলে ? দেখিলাম স্বপন কেমন !
যেন তুমি চক্ষু ঢাকি, হাত দুটি ধরে
নিক্ষেপিলে মোরে ঐ সরসীর নীরে,
সরসী হইল শয্যা, মিলিতে নয়ন—
ভাবনা কল্পনা স্বপ্নে সংশয় জীবন।

স্বর্ণ। প্রেমির প্রমত্ত মন প্রেমের বিকারে
কোথা যায়, কিবা দেখে, কে কহিতে পারে ?
মিলনে বিচ্ছেদ ভাবে, ঘোর অভিমানে,
হাতে ধন তবু মন সম্ভোগ না জানে,
প্রীতি-হর্ষে ক্ষিপ্ত, কভু নয়নে নয়নে
দেখে যারে ভালবাসে, কল্পনা স্বপনে—
কিবা সত্য কিবা স্বপ্ন প্রভেদ না করে
ভাবুকের ভাবে স্বপ্ন, সত্য ভাব ধরে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—হেমাঙ্গের-প্রমোদ ভবন।

(সুরনাথ ও হেমাঙ্গের প্রবেশ।)

সুর। এ প্রমোদ ভবনের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখ্‌তেছি, সে ইন্দ্রালয় যেন ভূত-পুরী হয়েছে; প্রতি বায়ুর শ্বাসে শত ভগ্ন দ্বারে কেবল ক্রন্দনের ধ্বনিতে কর্ণকুহর পূর্ণ হতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিগুলি যেন ইহার পদতলে এসে শোকে গলিত হতেছে, আকাশে বাষ্পরাশি, চন্দ্র-জ্যোতিঃ প্রতিরোধ করে এ ভবনকে স্পর্শ করতে বারণ কর্‌-তেছে, মধ্যে মধ্যে পেচককুলের ভয়ানক নিনাদ!

হেম। কর্ত্তার শোকে যেন গৃহ আকুল হয়েছে, ভোগী না থাকলে ভোজ্য বস্তুর অবস্থা এইরূপই হয়, হায় হেমাঙ্গ বাবু! দেশের মনে পীড়া দিয়ে গেছেন।

সুর। কি, কথা কি? হেমবাবু কি কালপ্রাপ্ত হয়েছেন?

হেম। তার মধ্যেই—তিনি নিরুদ্দেশ, জনরবে যা কিছু শুনা যায়—হায়! তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা এই খানেই হল।

সুর। হায়! হেমাঙ্গের শেষে যে নির্ম্মল বন্ধুত্বও শেষ হয়েছে।—

হেম। জনরবে যা শুনা যায়, যদি তা সত্য হয় তবে হেমাঙ্গবাবু সত্য বন্ধুত্ব জান্‌তেন, বন্ধুত্ব অনুরোধে সকল বিষয় ত্যাগ করেগেছেন।

সুর। ব্যাপার কি?

হেম। মহাশয়! আমি বিদেশী, মহাশয়ের অলৌকিক প্রভুত্বশালী মুর্ত্তি দেখে, আমার নিশ্চয় অনুমান হতেছে যে, কোন রাজপুরুষ হবেন; রাজপুরুষদের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করা কি নিরাপদ?

সুর। যদি সকল কথা সাহস পূর্ব্বক ব্যক্ত হতো, তা-হলে বোধ হয় সত্য অপ্রকাশ থাকত না, রাজপুরুষ-দেরও সুখ, মঙ্গল, উভয়ই বর্দ্ধন হতো। আমি যে হই, আমাকে ভয় করে সত্য গোপন কর না।

হেম। এদেশে যে মহারাজ ছিলেন, পূর্ব্বে তিনি উত্তরাধিকারীত্বের এক নিযুক্ত পত্র লিখে যান—এক কুমারী থাকৃতেও তিনি আপন শ্যালক পুত্রকে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করেন, আর লিখে যান কুমারীর যদি সন্তান হয় তবে

পোষ্যপুত্র রাজ্যাধিকারী হবে না, কেবল যৎকিঞ্চিৎ বিষয় পাবেন।

সুর। এইরূপ আমিও শ্রুত আছি।—

হেম। মহারাজের লোকান্তর পরে রাজ-জামাতা রণ-ক্ষেত্রে গমন করেন; এই অবসরে যাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহারা রাজকুমারীকে এককালে নিরাশ করে পোষ্যকুমারকে রাজটিকা দিবার উপায় কর্‌তেছিলেন—সেই উদ্দেশ্য সাধনে একটি কৃত্রিম নিযুক্ত পত্রের প্রকৃতার্থ নিষ্পন্ন জন্য হেমাঙ্গ-বাবুকে দিল্লীশ্বরের সভায় প্রেরণের প্রস্তাব হয়।

সুর। তুমি নিশ্চয় জান?

হেম। আমার শোনা কথা—মিথ্যা চক্রে পদক্ষেপনের ভয়ে, বন্ধুত্বের বিরুদ্ধ কার্য্যের আশঙ্কায় হেমাঙ্গবাবু দেশত্যাগী হয়েছেন।—

সুর। হায় হেমাঙ্গ! প্রকৃত বন্ধুত্ব তুমিই জান্‌তে; আর কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে যে তোমার সমুচিত পুর-স্কার দিতে সক্ষম হব?

হেম। কি সহৃদয় পুরুষ ছিলেন, অনুদ্দেশ হবার প্রাক্কালে আমায় কটি দ্রব্য দান করেন।—

সুর। কি দ্রব্য দেখি? মৃত বন্ধুর সামগ্রীও দেখ্‌লে মিশ্রিত শোকানন্দ লাভ হয়।

হেম। এই পরচক্ষু (চক্ষু হইতে চসমা খুলিয়া)

সুর। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়ে) ভোরগগন-তলে এস, (চসমা দেখিয়া স্বগত) এ আমার সেই চসমা ত? এই

আমার " চন্দ্র-চিহ্ন " কোথায় রেখে এসে ছিলাম, কোথা ?—সেই চোগার থলিতে।

হেম। আর এই অলঙ্কারের অংশ (কণ্ঠির অংশ প্রদান।)

সুর। (স্বগত) এ কণ্ঠি কার ? এইত আমার প্রতিমূর্ত্তি—প্রণয়িনীর কণ্ঠের দ্রব্য বিদেশীর নিকট!—হেমাঙ্গই বা কেমন করে লাভ করেছিল ? সত্য কি স্বপ্ন হতেও অভাবনীয়!

[কণ্ঠি প্রভৃতি লইয়া হেমাঙ্গের প্রস্থান।

(শ্যামের প্রবেশ।)

শ্যাম। মহারাজ! রাত্রি প্রভাত হল, নিরুদ্বেগে ভগ্নতরি হতে কিঞ্চিৎ দ্রব্য উদ্ধার হল, এই দুই খানি পত্র রণবীরের যাত্রার পরেই সপ্তগ্রামে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কে এক বৃদ্ধা স্ত্রী দিয়ে যায়—আমি এখন অগ্রসর হই—রাজনিকেতনে মহাশয়ের নিরাপদের সংবাদ দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

সুরনাথ। (পত্র লইয়া।)

এক পত্র প্রিয়তমা-হস্তে দেখি লিখা,
মধ্যে মধ্যে অশ্রু বিন্দু পাতে ভাসিয়েছে
কালির লিখন ; পারি যদি সুকোমল
ওষ্ঠের তুলিকা দিয়ে তুলিব যতনে। (চুম্বন)

(পত্রপাঠ।)——

" শরীর যৌবনরসে দিনে দিনে ভরে
স্মরণ উথলে তাহে স্বন স্বন স্বরে,

এমন সময়ে তুমি কেন হে অন্তরে
ত্যজিলে কমলে, মধু পায় কি ভ্রমরে ?”
মিষ্টতর পদ্মমধু হতে বর্ণ প্রতি,
সে স্বাদে কি হতে পারে কখন অরুচি
আবার চুম্বনে করি সুতৃপ্ত অন্তর। (চুম্বন)
দ্বিতীয় লিখন পড়ি করিয়ে যতন।

(পত্রপাঠ)——“যৌবন কি দুঃসময় ? নারীর মন কি অস্থির—প্রিয়রাজবালা অল্প দিন মধ্যে যে এমন কুপথ-বর্ত্তিনী হবে, কে স্বপ্নে জান্‌ত ? আমি স্বচক্ষে বা না দেখ্‌লে তা বিশ্বাস কর্‌তাম ? গতকল্য ঘোর নিশাযোগে দেখিলাম, সেই লম্পট হেমাঙ্গ, যাহাকে বোধ হয় তুমি বন্ধু বলেই জান, রাজের-গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আসিতেছিল, আমি ডাকিলাম কোন উত্তর পেলাম না—পরে তথ্যের আশঙ্কায় কোথায় প্রস্থান করিয়াছে, কিছুই স্থির হয় না। তোমার রাজের সঙ্গ ত্যাগ কি উচিত ?”

গরল পীযূষ এল উভয়ে মিশিয়ে ?
সুধা-ভ্রমে চুম্বিলাম এক পত্র লিখা,
দেখি যদি বিষ থাকে এই পত্রে মাখা,
চূষণে জীবন তাহে সাঙ্গ হয় যেন। (চুম্বন)
খাই, খাই, যতক্ষণ জীবন না যায়— (চুম্বন)
একি বিষ ? খেয়ে হল বিকল শরীর
প্রতি অঙ্গ, প্রতি শিরা, কাঁপে থর থর,
প্রতি লোমকূপ হায় ! জ্বলিল জ্বলনে
দাঁড়াইল প্রতি লোম সূচিকা প্রমাণ,

অন্তঃ পাত্রে ফুটে তপ্ত ফেনিল শোণিত ;
তথাপি বাহিরে যায় কেন না জীবন ?
বিদীর্ণ হইল বক্ষঃ এই—কৈ ? হল না ?
ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে পুন কেন যোড় খায় ?
কেন বা ফাটিবে বক্ষঃ মোর, পর পাপে,
সে যে পাপিয়সী, হবে তার দণ্ড তার।

(পত্রপাঠ)

হায় নারি ! কেন তোরে বিধি গড়েছিল
মানব গৌরব চাঁদে কলঙ্ক লেপিতে ?
পাপিয়সী, কলঙ্কিনী তোর নাম হোক
দুর্ব্বল দুর্গন্ধ সারে গড়া তুই যদি,
গঠন সময় কেন ভেঙ্গে না পড়িলি ?
নরকের মাটি তুই নরকে থাকিলি ?
কিম্বা জীবনের ইচ্ছা যদি এত ছিল,
পিশাচী, পশুর মূর্ত্তি কেন না ধরিলি ?
দেববৎ শ্রী ধরিয়ে, পাতিয়াছ ফাঁদ
কাম-তৃপ্তি পন্থা মাত্র মোহিনীর ছাঁদ !

(পত্রপাঠ)

ঘোর নিশা ? পাপের নারীর বন্ধু চির,
কি পাপ জগতে ? যার সহায় না তুমি,
নরহন্তা ? দস্যু ? চোর ? কামুক ? ফেঁসেরা ?
ভ্রমে গায়ে ফুক দিয়ে তোমার আশ্রয়ে
অশ্রাব্য অকথ্য পাপ নারী—রঙ্গে মেতে
নরকের ছবিখানি তলে দিয়ে খুলে।

কিন্তু কিবা সত্য? কি সম্ভব? নিরুদ্দেশে
হেমাঙ্গ বা কেন? প্রণয়ের চিহ্ন স্থির
এই অলঙ্কার লভিল বা কি উপায়ে,
বিদেশী যে জন,—নব অনুরাগে সে কি
ভুলিয়ে আমারে,—ভয়, কলঙ্ক ভুলিল?
রমণী রমণ-প্রাণা পিশাচী হইল?
সম্ভব সকল যাহা পড়িনু লিখনে
বাল্যকালে ভালবাসা যৌবনে সম্প্রীতি—
যাই ধরে শস্ত্র বক্ষে তথা, হবে যথা
সমস্ত রোগের প্রতিকার, সমুচিত।
এইত বিষ, বিষয়, রহিল দুপাশে।
(বক্ষের একপার্শ্বে পত্র, একপার্শ্বে ছুরিকা।)

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রাজ-নিকেতন।

(অভয়ার প্রবেশ।)

অভয়া। ভাগ্যদেবী-হস্তে চক্র আবার ঘুরিল
শোক অশ্রু ফিরে হল আনন্দ সলিল,
হৃদয় গগন—যেন শরদে প্রকৃতি—
শোভে নব আশা চাঁদ বঙ্কিম আকৃতি।

সম্মুখে সে দিন দেখি আসে ধীরে ধীরে
শোভিত রাজমুকুট কুমারের শিরে।

(রাজবালা ও স্বর্ণলতার প্রবেশ।)

রাজ। মৃত্যু কি আমার পক্ষে আর ভয়ঙ্কর? যে মৃত্যু কোলে মাতা পিতা মহানিদ্রাতে অভিভূত—যে কোলে প্রিয়তম প্রাণেশ্বর বিগত—সে কোল আমার পক্ষে কি রমণীয়! সেই কোলে না গেলে এ যাতনা ভুলিবার আর উপায় কি? মাতঃ সে উপায় আমার কপালে হতে পারে না। হায় ঐ যে তোমায় দেখ্‌ছি কোলে লও—

অভয়া। একবারে উন্মত্তা, পাগলিনী——

স্বর্ণ। বিষাদ বসনাচ্ছন্ন রাজবালা তব,
লুপ্ত হর্ষবিভা, অবিরল ঝরে ধারা
বরিষার মেঘ যেন শ্রাবণ-আকাশে—
চিন্তা, স্মৃতি মিলে যেন তড়িত সংগ্রামে
কভু বা উজ্জ্বল, কভু পাতে বজ্র ঘোর
সুন্দর ললাটে তার; মুক্ত কেশরাশি
ঢাকে সে শশির ছবি ঘোর অন্ধকারে;
হতাশ বহিছে শ্বাস তুলার পবন,
বিচ্ছিন্ন আশার ফুল, সুখের সুঘ্রাণ,
ধূলি স্বেদে, শ্বেতবক্ষ, মলায় মলিন,
সমল সলিলে ধৌত যোড়া পদ্ম সম।
সুন্দর কমল যেন প্রফুল্লতা ত্যজি
বিরহ সরসে ভাসে, শুকিয়ে কি তাপে;

এয়োতির চিহ্নহীন, শ্বেত সিঁতি রেখা
সমল সলিলা গঙ্গা নীল শৈল শিরে।

অভয়া। হায়! কি সর্ব্বনাশ! এই সকল দেখ্‌তে নয়ন এখনও জাগৃত আছে—তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যে, আমাদেরও মৃত্যু হলে ভাল ছিল।

রাজ। সঙ্গে মৃত্যু! সহমরণ! হায় কি বাঞ্ছনীয় ঘটনা? এক মৃত্যু শয্যায় শয়ন—অঙ্গে অঙ্গ পর্শন, নয়নে নয়ন মিলন কি, আর হবে! (পতন)

(পরিচারিকা ও একজন দাসীর প্রবেশ।)

পরি। দেবি!—স্বপ্নের অগোচর ঘটনা! সত্য মিথ্যা, মিথ্যা সত্য, রণবীর সুরনাথের তরী মগ্ন—কিন্তু রণবীর স্বয়ং দেব প্রসাদে রক্ষিত হয়ে, রাজ-ভবনে এইমাত্র একক আগত—

দাসী। কুমারকে ত তার সঙ্গে দেখ্‌লাম না-বলে পথিমধ্যে বড় ভয়, দস্যুতে কত নরহত্যা করেছে—একটী মস্তক-বিহীন, দেহ পর্য্যন্ত রণবীরের অনুচরগণ দেখে এসেচে; কুমার বাহাদুরের অন্বেষণের কি হবে?—হায়! কি হবে! কুমার! কুমার! কুমার!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—উপরোক্ত রাজ নিকেতন।

(সুরনাথ, হেমাঙ্গ, কাশীশ্বর, দর্পনাথ, রাজবালা লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী প্রভৃতির প্রবেশ।)

রাজ। (সুরনাথে দৃষ্টি) একি স্বপ্ন? কল্পনার ছলনা? সে উপাদেয় মূর্ত্তির স্মরণে জ্বলনের নিবৃত্তি না হয়ে বৃদ্ধি? অসহ্য—(পতন)

স্বর্ণ। সব ত নিঃশেষ আঁখি পলক-বিহীন,
ভুলেছে চালনা শিরা, পাণ্ডু অঙ্গ সব,
দারুণ শোকের চাপে বেধেছে নিঃশ্বাস,
কেবল কম্পিত হৃদে সূক্ষ্ম তন্ত্রী ধীরে
বাদ্য সাঙ্গ মাত্র যেন শিথিল ত্রিতারে।

সঞ্জীবনী-মন্ত্র উচ্চারণ করি—রণবীর, সুরনাথ আগত!

কিঞ্চিৎকাল গতে

রাজ। (নয়ন মিলিয়া)

কে হরিল নিদ্রা মোর? চিন্তার অঙ্কুশ
মারিল মাতঙ্গ মনে কে হেন সময়ে,
কিম্বা ঘোর নিশা হল ভোর সুপ্রভাতে?
কি দেখি সম্মুখে? স্বপ্ন চিত্তকর, একি
সাজায়েছে ছবি? কিম্বা ছলে এল আশা?

নিদ্রিত ছিলাম কোথা আমি—দেখি ঘরে
ভালকরে—সেই ঘর, সেই আমি নই—
এ যে, কে, দাঁড়িয়ে? যদি না প্রলাপে দেখি
সেই রত্নে, যার জন্য বিকল সকল,
যদি না বঞ্চনা করে আঁখি, তবে দেখি
তারে——

সুরনাথ। শ্বেত-পুষ্পমুখি! কাল বিষোদরি!
চারু-কথা-চারে যার হইয়ে বঞ্চিত
জটিল কণ্টকে ক্ষত সরল অন্তর।
এখনি দেখাব সবে প্রকাশ্য সভায়
নারী-চিত নামান্তরে শাখিনী নারকী। (পত্রক্ষেপণ)

দর্প। এ আলেখ্য পাঠের যোগ্য?

সুর। সত্য কি আচ্ছন্ন থাকে কভু এ সংসারে?
কি হবে ঢাকিলে ঘায়ে রেশমি-চাদরে?

দর্প। (পত্র গ্রহণ)

(সুকুমারের প্রবেশ।)

সুকুমার। হায়! কি কহিব বার্ত্তা, এমন সময়ে
নির্ম্মল সুখের ভাগ হল কলুষিত,
অকালে মাতার মৃত্যু, বজ্রাঘাত প্রায়।

দর্প। একি দশা হল শেষে! উন্মাদী জামাতা,
গৃহশূন্য মম, হায় ঘুরিল ভাগ্যের
চক্র পুনঃ—হল সুখ দুঃখের কি দূত?

সুর। ক্ষিপ্ত চিত? ছিলত আমার পক্ষে ভাল

ভুলি সে জ্বলন যাহা বর্ষে এ লিখন
অজ্ঞানেতে সুখ লাভ করিতাম কত।

দর্প। স্থির হও, কোথায় পীড়ার মূল দেখি,

(পত্রপাঠ।) যৌবন কি দুঃসময়! নারীর মন কি অস্থির, প্রিয়রাজবালা অল্পদিন মধ্যে যে, এমন কুপথ বর্ত্তিনী হবে কে স্বপ্নে জানৃত? আমি স্বচক্ষে না দেখ্‌লে তা বিশ্বাস কর্‌তাম? গত কল্য ঘোর নিশাযোগে দেখলাম, সেই লম্পট হেমাঙ্গ, যাহাকে বোধ হয়, তুমি বন্ধু বলেই জান, রাজের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আসিতেছিল, আমি ডাকিলাম, কোন উত্তর পেলাম না, পরে তথ্যের আশ-ঙ্কায় কোথায় প্রস্থান করিয়াছে, কিছুই স্থির হয় না। তোমার রাজের সঙ্গ ত্যাগ কি উচিত?

লক্ষ্মী। আমিত একখানি পত্র লয়ে যাই—কর্ত্তৃ-ঠাকু-রাণি দেন।—

সুর। প্রতিজ্ঞা আরূঢ় তবে দেখি যে প্রকৃতি
লুকাইতে আঁখি হতে সত্য তৃপ্তি কর।

রাজ। মহী–মা! বিদীর্ণ হও লজ্জা ঢাক মোর,
তব গর্ব্ভে যথা, জ্বলে গন্ধকে অঙ্গারে
অহরহ, ফেল তথা মোরে গো সত্বরে।
কৈ? বিদীর্ণ হলে না? তবে তুমি এস,

(সুরনাথের প্রতি)

আন বহ্নি, তীর, তরবাল বা ছুরিকা,
পুড়াও কিম্বা কর খান খান এ হৃদয়

যদি তব প্রীতি নাই তাহে, কি ভয় তাহায়
দহিতে, বিন্ধিতে, কিম্বা কাটিতে ছুরিতে?

সুকু। ঐ ত পত্র হল বিষ, জীবন-নাশক,
মরণ সময়ে মাতা মায়া-জলে ভাসি,
ক্ষীণস্বরে কহিলেন মরম নিগূঢ়।
সমস্ত বিষয়ে ধনী করিতে আমায়
নানা বুদ্ধি নানা ছাঁদ খেলিলেন তিনি—
প্রথমে, করিতে বন্ধ্যা, দিলেন ঔষধ
প্রিয়তম রাজে; ভাগ্যদেবী সুকৌশলে,
করিলেন সে বুদ্ধি বিফল—শুকপাখী
মরিল সেবনে জড়ি, অইফেন ভ্রমে।

রাজ। চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী তার থাকিবেন চির
বিশ্বের নিঃশেষ দিন—প্রলয় অবধি।

পরিচারিকা। আর এ অধীনা দাসী, ভাগ্যক্রমে, যার
ভ্রমে, পড়িল সে বিষ, প্রিয় শুক মুখে।

দর্প। হেন উগ্র নারী ছিল আমার গৃহিনী?
ভ্রম-জালে ঘেরেছিল মিষ্টকথা-চারে।

সুকু। নিঃশেষ এখনো নহে মাতার বচন,
এই মিথ্যা পত্র লিখে কলঙ্ক রটিয়ে,
বিচ্ছেদ-প্রাচীর চির তুলিতে উদ্দেশ,
করিলেন মাতা—মম স্বার্থ হেতু সব।
পথ মধ্যে দস্যু হস্তে কাহারো হরণ
আমার মরণ ভ্রমে শুনে দাসীমুখে
সেবন করিয়া বিষ, শেষ হল তাঁর—

নিরাশ লজ্জার ভার হইল মোচন।
গরল সেবনান্তরে, মোর মুখ দেখে
সন্তাপে, সরোষে হ্ল, বিদীর্ণ হৃদয়,
উল্লিখিত কথা হায় কহিতে কহিতে!

দর্প। কি আক্ষেপ তাহে মম! মৃত্যু হক বিষে
সদা তার, যেবা দিতে চাহে বিষ, পরে।

হেমাঙ্গ। (পত্রহস্তে।)
যদি এই শ্মশ্রু হত মম অঙ্গভাগ,
যদি ছদ্মবর্ণ হত, সত্য মম ত্বক্
যদি এ অঙ্কিত আঁখি দিতেন প্রকৃতি
বসায়ে মস্তকে, মৃত্যু সহিত ত্যজিতে,—
যদি এ কপট স্বর হত স্বাভাবিক,
তবু এক একটী খি, তুলিয়ে এখনি
ছিন্নিত করিয়ে খোসা, উপাড়িয়ে আঁখি,
চীৎকারে ভাঙ্গিয়ে স্বর, করিতাম আমি
প্রকাশ সতীত্ব সত্য—কলঙ্ক মোচন।
দেখ তবে সবে, আমি হেমাঙ্গ সে মূঢ়,
যার নাম স্পর্শে, সতী মূর্ত্তিমতী রাজ
কলঙ্কিত এবে—আর ছদ্মবেশ মম
রাখা কি উচিত?

কাশী। স্বর পরিবর্ত্তে পুনঃ
শুনি বুঝি কাণে, হারা হেমাঙ্গের কথা;
(হেমাঙ্গের বেশ নিক্ষেপ।)
সেই ত, দেখি যে মম প্রাণের সন্তান

এস, এবে হৃদে লই বহুদিনান্তরে।

হেমাঙ্গ। স্থির হও পিতঃ, গুরুতর কার্য্য আগে
সাধি আমি—সতীর কলঙ্ক-মলা কাল,
লই তুলে রসনামার্জ্জনী পরশনে—
হায় অঙ্ক! হায় অব্দ! সত্য সাক্ষ্য স্থির
ধরা-ছুঁয়া-ছাড়া-অঙ্গ কালের বন্ধন;
তাদের প্রমাণ হেলাইতে পারে কেবা?
দেখ ওহে সুরনাথ! অভ্যসূয়া চিত,
যে দিনে লিখিত এই মিথ্যা-পূর্ণ লিপি,
তার পূর্ব্বরাত্রে আমি রাজের পালঙ্কে,
কিম্বা তব সঙ্গে কোথা, ঝড়িতে পীড়িত,
তৃণ-শয্যা পেতে ছিনু ভগ্ন চালি মাঝে—
সত্য প্রকাশিতে বুঝি মারিল না ঝড়ি,
সতী অঙ্গ হতে মিথ্যা কলঙ্ক মুছিতে।

সুর। স্থির হও, তৃপ্ত নহে হৃদয় এখন
দেখাও কণ্ঠির ভাগ, আর ঢাক কেন?

হেমাঙ্গ। লও——

সুর। কহ কার কণ্ঠি এই——

রাজ। ছিল মোর।

সুর। নব অনুরাগে ভুলে দিয়েছিলে কারে?

রাজ। দানের সামগ্রী নহে; ফিরে দিতে পারি
কণ্ঠি কেবল তাহারে, যে জন লয়েছে
মন ওইটি পরিয়ে, উদ্বাহ সময়ে।
গুপ্ত বেশে, তব আশে করে যাত্রা একা

পথিমধ্যে পড়ে দস্যুহাতে, কণ্ঠিহারা,
ভাগ্য প্রকাশক আর সত্য প্রীতিকর।

পরি। সত্য প্রতি বর্ণ-চিরসঙ্গী জানি আমি।

সুর। উপকথা, মিথ্যা-রচা রমণীর পুঁজি।

রাজ। কোথা সত্য? নিদ্রিত কি দুর্ভাগ্যে আমার?
মোর বিষ অংশে, কেন বিহঙ্গী মরিল?
কেন দস্যু-যষ্টি মোর প্রাণ না হরিল?
ডুবিতে নদীর দহে কে মোরে রক্ষিল?
কপট মিত্রতা বিধি সরলার সাথে?
দস্যু-হস্ত, দহজল, বিষ মৃত্যু-অস্ত্রে
বাঁচাইলে মোরে, শেষে বঞ্চনা করিতে?
নরকের কালা মাটী কলঙ্ক অঙ্কিতে?
যার রঙ্গ বারুণী ও না পারে তুলিতে—
কালে লুপ্ত নহে, ফুটে ধুইতে ধুইতে।

(গদাভৃত্যের প্রবেশ।)

গদা। নবাব সাহেবের একজন কর্ম্মচারী ডাকাত ধরে এনেছে, সে বড় ব্যস্ত, ডাকাতের কাছে আমাদের কি অলঙ্কার পাওয়া গেছে—ঐ রকম ফুল (কণ্ঠির দিকে দৃষ্টি।)

দর্প। শীঘ্র লয়ে আয়।

(অন্তঃপুরেরদিকে যবনিকা পতন।)

গদা। আসুন গো মহাশয়!

(একজন কর্ম্মচারী প্রথম দস্যুলইয়া প্রবেশ।)

দর্প। আপনি কে?

কর্ম্মচারী। আমি দস্যু নিবারণের একজন কর্ম্মচারী, আমারই নাম মহম্মদ কুড়ালি সাহেব, জনাব মুরস কুলীখাঁ বাহাদুরের সময় হতে একর্ম্ম করছি। এই ডাকাতের ঘাড়ে কুড়াল এতদিন বসিয়ে দিতাম, কিন্তু ওর সন্ধানে অপর দস্যুও ধৃত হওয়া সম্ভব,—ওর কথার সত্য নিরাকরণ জন্য আমার আগমন—এই একটী কণ্ঠির অংশ দেখুন—চতুর্দ্দশ স্বর্ণপুষ্প নির্ম্মিত।

১ম দস্যু। আর ওর সঙ্গে গাঁথা, একটি-ছবি আর দুটি ফুল, বলেছি, এক দেড়ে ব্রাহ্মণকে বিক্রী করে দিয়েছি।

হেম। আর একবার দাড়িটা পরি, দেখি কপট বেশ যদি সত্য প্রকাশের উপযোগী হয়।

(বেশ পরিগ্রহণ।)

১ম দস্যু। মশয়? ঐ যে সে ব্রাহ্মণ—ও এখানে এসেছে দেখেছি—আমি কি মিথ্যা কথা বলি? ঐ—ঐ—ঐ—

হেম। তুই আমায় কি বলেছিলি?

১ম দস্যু। আমি শপথ করেছিলাম যে, সে দুটী ফুল আর পর-চক্ষু আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

কর্ম্ম। মহাশয়ের সম্পত্তি স্থির?

সুর। ষোল স্বর্ণপুষ্প গাথা মধ্যে মূর্ত্তি মোর;

(যোগ করিয়া)

এই ত সে কণ্ঠি, যাহা দিই প্রিয়তমে—
হায় সত্য! ঘুমাও কি সময়ে জাগিতে?

হেম। সোণার সতীর অঙ্গে রসায়ণ দিতে।

[দস্যু ও কর্ম্মচারীর প্রস্থান।

(যবনিকা উত্তোলন।)

স্মর। ছিন্ন করি লিপি, ওহে বায়ু লয়ে যাও (ছিন্ন করিয়া)
যথায় নরকে পচে লেখক ইহার।
লও পুনঃ কণ্ঠে কণ্ঠি, অন্তরে আমায়
ক্ষম! ক্ষমাময়ি, সুনির্ম্মলা, রাজবালা!

(ছুরি হাতে)

না হলে ছুরিকা নিজ মারি বক্ষঃ নিজে।

দর্প। স্থির হও, হে সন্তান, অপরাধ মম,—

(ছুরি ধরিয়া)

অহির গরল-মন্ত্র অন্তে স্থান দিয়ে,
এই ত অনিষ্ট হায়! রাজ-নিকেতনে।

কাশী। মম পূর্ব্ব কথা, ভ্রাতা, আন হে স্মরণে।
এস হে সকলে মিলে করি উপাসনা;
মুখে বল শান্তি শান্তি।

দর্প। হৃদয়ে মার্জ্জনা।
গত কথা ভুলে বান্ধ শান্তিলতা শিরে,
ডুবাও বিদ্বেষ, ক্রোধ, বিস্মৃতি-সলিলে।

শ্যাম। আমিও শম্বুক খুলে, নস্য মুষ্টি লয়ে
হাঁচিয়ে হাঁচিয়ে তুলি দেবতা সকলে,
কলি পেয়ে যারা কুড়ে, সব কাজ ভুলে॥

[প্রস্থান।

(যবনিকা পতন।)

সমাপ্ত।